পাঞ্জেরী
বেস্টারেস্ট বুকস

পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল

অনীশ দাস অপু

www.purepdfbook.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০২
দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৩
তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮
দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৩ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
(পুরাতন ১৬ শান্তিনগর), ঢাকা ১২১৭ থেকে প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ও
৩৮/৮ বাংলাবাজার, ঢাকা ১২১১ হতে পরিবেশিত এবং লেটার এন্ড কালার,
ফরাসগঞ্জ, শ্যামবাজার, ঢাকা-১১০০ হতে মুদ্রিত।
ফোন : ৯৩৩৫৮২৬, ৯৩৬০০৯৪, ৮৩৬০০০৭ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮৩১৮৫২৬
ই-মেইল : info@panjeree.com ওয়েবসাইট : www.panjeree.com

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সারফুদ্দিন আহমেদ

ISBN : 978-984-634-019-8

ভারতে পরিবেশক : বিশ্ববঙ্গীয় প্রশাসন, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (২য় তলা) কলকাতা-৭
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক : সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন।

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মূল্য ১০০.০০ টাকা
বাংলাদেশ ব্যাংকের পুন: অর্থায়ন স্কীমের আওতায় অর্থায়িত

Porikkhay Bhalo Folafol Korar Kolakoushal by **Anish Das Apu**
First Published in November 2002 by Panjeree Publications Ltd,
43 Shilpacharya Zainul Abedin Sarak (Old 16 Shantinagar), Dhaka 1217

MRP : Taka 100.00, US$: 5

www.purepdfbook.com

ভূমিকা

অনেকের কাছেই পরীক্ষা একটি ভয়ের বিষয়। পরীক্ষার কথা শুনলে তাদের মুখে রক্ত জমে যায়, শুরু হয় বুক ধড়ফড়। কখনো কখনো ভয় এমনই প্রবল হয়ে ওঠে যে কারো কারো পরীক্ষাই এলোমেলো হয়ে যায়। কিন্তু তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে নিজেকে যোগ্য এবং দক্ষ হিসেবে প্রমাণ করার অন্যতম রাস্তা হলো পরীক্ষায় ভালো ফল করা। এ্যাকাডেমিক যে কোনো পেশায় ঢুকতে গেলে তার পাসপোর্ট হিসেবে কাজ করে পরীক্ষার রেজাল্ট। প্রতিযোগিতামূলক চাকরি করতে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন অবশ্যই লাগবে। আর পরীক্ষায় না বসে কোনো কোয়ালিফিকেশন অর্জন করা সম্ভব নয়।

পরীক্ষা কারো কাছে ভীতির আবার কারো কাছে আনন্দের। যাদের কাছে আনন্দের তারা কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণে মোটেই ভয় পায় না। তারা সবসময়ই পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে ভালো রেজাল্ট করে। কারণ, এদের মনে থাকে আত্মবিশ্বাস। আর এই আত্মবিশ্বাস তাদেরকে নিয়ে যায় সুনিশ্চিত বিজয়ের পথে, ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণের রাস্তায়। পরীক্ষার ভয় কি জিনিস তারা জানে না। তারা নিজেদের ওপর আস্থা রাখে এবং তারা যে কোনো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে যথেষ্ট তৈরি।

পরীক্ষা নিয়ে ভয় পাবার কিছু নেই। পরীক্ষা সামাল দেওয়ার রাস্তা একটাই- নিজেকে এই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করা। আমরা আপনাকে সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দেবো। এমনভাবে তৈরি করে দেবো যে পরীক্ষাভীতি মন থেকে দূর তো হবেই, পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করতে পারবেন। আপনি যতই খারাপ ছাত্র হন, যদি আমাদের নির্দেশমতো পড়াশোনা করেন, নিশ্চয়তা দিচ্ছি সাফল্য কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

যারা সত্যি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে চান তাদের জন্যে এ বই। তবে এ বই হাতে পেলেই যে আশ্চর্য ফল পেতে শুরু করবেন তা নয়। বইয়ের নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলুন। দেখবেন পরীক্ষায় আশাতীত ভালো ফল করেছেন। তা হলে আসুন, আপনাদের সাফল্য কামনা করে শুরু করি।

www.purepdfbook.com

পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল

রচনা

অনীশ দাস অপু

বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা

ফিরোজ আশরাফ

বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এস

লোক প্রশাসন বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

www.purepdfbook.com

পরীক্ষার্থীদের সাধারণ সমস্যা

পরীক্ষাকে যারা ভয় পায়, তাদের ভয় পাবার পেছনে কিছু কারণ রয়েছে। কিছু সমস্যার কারণে তারা নিজেদেরকে পরীক্ষার জন্যে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারে না। সমস্যাগুলো খুঁজে বের করা যাক ঃ

কোনো প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি নেই

পরীক্ষা যাদের কাছে ভীতিকর, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাদের কোনো প্রতিষ্ঠিত ভিত্তি নেই। যেমন 'রচনা'র কথা ধরা যাক। রচনা লেখার সময় ভাবপ্রকাশ খুব কঠিন হয়ে যায় অনেকের জন্যে। ইংরেজিতে রচনা লিখতে হলে তো সমস্যা আরো বাড়ে। দুর্বল ভাবপ্রকাশে ভালো নম্বর কোনোভাবেই আশা করা যাবে না। এর সমাধান রয়েছে অনবরত প্র্যাকটিস, শব্দতালিকা বৃদ্ধি, ভাষার ব্যাকরণগত আইন-কানুন শিক্ষা, গঠন এবং লিখন। সবশেষে যা লেখা হয়েছে তা এ বিষয়ে দক্ষ কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে সংশোধন করিয়ে আনতে হবে। আপনার যদি ভাষায় দখল থাকে, ব্যাকরণগত গঠন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর যদি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে স্বচ্ছ, তা হলে আপনার নির্ভুল ভাবপ্রকাশ অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

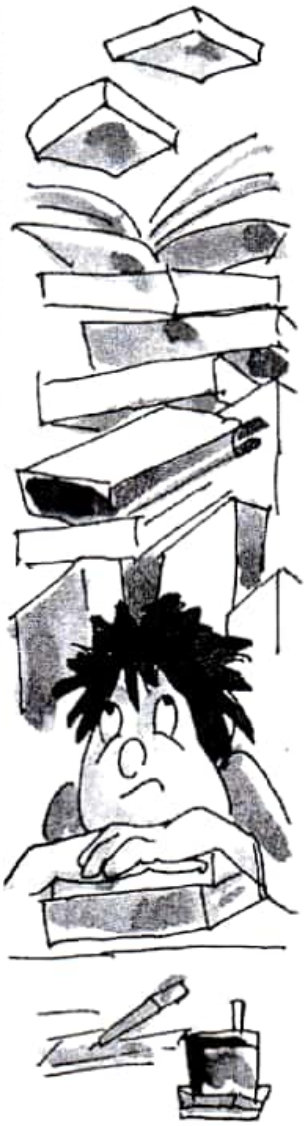

লম্বা কোর্স

আজকাল একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়। উচ্চশিক্ষায় লম্বা লম্বা কোর্স থাকে। একেক বিষয়ে থাকছে প্রচুর বই যার সবগুলোই পড়তে হয়। এ কারণে একটি বিষয়ের ওপর নজর দিলে বাকিগুলো অবহেলিত থেকে যায়। অর্থাৎ পড়ার সময় করে ওঠা যায় না। যেমন বিজ্ঞানের একজন ছাত্রকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রিসহ মাঝে মাঝে জিওলজি এবং বোটানিও পড়তে হয়। এতগুলো পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সে সমন্বয় করতে পারে না। তা ছাড়া তাকে যেতে হয় ল্যাবরেটরিতে। ফলে সঠিকভাবে অন্যান্য পড়া হয়ে ওঠে না তার।

www.purepdfbook.com

এ থেকে ছাত্রদের নোট তৈরি করে পড়াটা জরুরি এবং প্রতিটি বিষয় পড়ার জন্যে সময় ভাগ করে নিতে হবে। আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এ বইয়ে 'কীভাবে নোট তৈরি করবেন' এবং 'সময়ের সদ্ব্যবহার করুন' শিরোনামে। এতে ছাত্ররা নিজেদের সুবিধেমতো সময় ভাগ করে নিয়ে এ সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারবেন।

সঠিক কোচিং-এর অভাব

বেশিরভাগ সময় ছাত্ররা সঠিক কোচিং-এর অভাবে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে ব্যর্থ হয়। অনেককে টিউশনি করে পেট চালাতে হয়। তাদেরকে জীবিকা অর্জনের পাশাপাশি পড়াশোনায় ভালো করার দিকেও লক্ষ রাখতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সন্ধ্যাবেলায় বা অফটাইমে পড়াশোনার সুযোগ করে নিতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হয়তো সম্ভব।

কোনো বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের অভাব

পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে হলে পাঠ্যবিষয়ের প্রতি ভালোবাসা থাকা চাই। কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বা ভালোবাসা না থাকলে সেটা যতই সহজ বিষয় হোক না কেন, তা কঠিন এবং নিরস মনে হতে বাধ্য। ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে সতর্কতার সাথে পরিকল্পনা করা উচিত। আর কোনো কোর্সের মাঝপথে এসে হঠাৎ বাদ দেয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অনেক দেরিতে প্রস্তুতি শুরু

ছাত্রদের উচিত বছরের শুরুতেই পড়াশোনা শুরু করা। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করলে পরীক্ষাভীতি চলে যাবে, পরীক্ষা হয়ে উঠবে আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা। যারা অনেক দেরিতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয় তারা স্বভাবতই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, বুঝে উঠতে পারে না। সময়ের স্বল্পতার কারণে তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। ফলে পরীক্ষা তাদের কাছে দুঃস্বপ্ন মনে হয়।

পাঠ্যবইয়ের প্রতি ভালোবাসা আপনাকে পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন শেষ করে রাখবেন।

www.purepdfbook.com

নোটের জন্য প্রস্তুতি

নোট নিয়ে পড়াশোনা করা জরুরি। নোটে প্রশ্নের উত্তর সুন্দরভাবে গোছানো থাকে। যারা এ কাজ করে না তারা কোর্স নিয়ে বিপদে পড়ে যায়।

বিষয় নির্বাচন

ভবিষ্যতে কে কোন পেশায় যাবেন তার ওপর নির্ভর করে নির্বাচন করতে হবে বিষয়। তবে বিষয় নির্বাচনটি সহজ এবং মজার হওয়া উচিত। বিষয়ভীতি থাকলে তা এড়িয়ে চলাটা বুদ্ধিমানের কাজ। এ বিষয়ে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ মানুষের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

দুর্বল শারীরিক কাঠামো

অনেক ছাত্রের শারীরিক কাঠামো থাকে দুর্বল। একপাতা মুখস্থ করতে হাঁপিয়ে যায়। ভালোভাবে পড়াশোনার জন্যে ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থ শরীর চাই। দুর্বল স্বাস্থ্যের ছাত্ররা পরীক্ষার সময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। সকালে হাঁটা বা বিকেলে খেলাধুলা স্বাস্থ্য ও মনকে প্রফুল্ল রাখতে সাহায্য করবে।

মুখস্থবিদ্যার অগ্নিপরীক্ষা

ডাটার জন্যে মুখস্থপদ্ধতি ঠিক আছে। কিন্তু রচনামূলক প্রশ্নের জন্যে মুখস্থবিদ্যা চলবে না। এক ক্লাসভর্তি ছাত্র যদি একই বিষয়ের ওপর শুধু মুখস্থই করতে থাকে তা হলে তাদের পরীক্ষার খাতায় ভালো নম্বর পাবার আশা বৃথা। কারণ, শিক্ষক একই ধাঁচের লেখা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠবেন। নকল করে সবাই লিখেছে এমনটি ভাবাও বিচিত্র নয়। ফলে কম নম্বর দেবেন তিনি। কাজেই ডাটা কণ্ঠস্থ করার জন্যে মুখস্থ চললেও রচনা লিখতে এ পদ্ধতির উপযোগিতা নেই তা মনে রাখতে হবে।

ওপরে যেসব সমস্যার কথা বলা হলো সবগুলোর সমাধান সম্পর্কে বলা হয়েছে সামনের অধ্যায়গুলোতে। আমাদের পরামর্শ

ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এখনই করতে হবে। বিষয় নির্বাচন করবেন ভেবে-চিন্তে। শরীরচর্চা আপনার মন ও শরীরকে রাখবে প্রফুল্ল।

www.purepdfbook.com

মোতাবেক কাজ করুন। আবারো বলছি, যত্ন নিয়ে পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে পরীক্ষাভীতি চলে যাবে, পরীক্ষায় ভালো ফল চলে আসবে হাতের মুঠোয়।

পরীক্ষা ঃ নির্বাচন ও পছন্দের খেলা

প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায় পড়ার মতো যথেষ্ট সময় করে উঠতে পারে খুব কম ছাত্রই। এ কারণে সবার উচিত পরীক্ষার আগের প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করা। ইমপর্ট্যান্ট প্রশ্নগুলো আগাগোড়া পড়ে ফেলা দরকার।

এভাবে প্রশ্ন নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। তবে কখনো কখনো কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে প্রতিটি চ্যাপ্টার থেকে প্রশ্ন সাজানো হয়ে থাকে। প্রতিটি বিষয়ের ওপর প্রশ্ন নির্বাচনের পরে প্রত্যেকের উচিত পুরো কোর্সটি অন্তত তিন/চারবার পড়ে ফেলা। প্রতিটি চ্যাপ্টারে কি আছে তা জানা প্রতিটি ছাত্রের অবশ্যকর্তব্য।

কেউ যদি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নেয়ও, তা হলে তার পক্ষে কিছু প্রশ্ন তৈরি করে সেগুলো পুরোপুরি পড়ে ফেলা সম্ভব। আর একই প্রশ্ন যদি আসে পরীক্ষায়, তা হলে তার পক্ষে ভালো নম্বর তোলা সহজ। কিন্তু যদি ওই প্রশ্ন না আসে সেক্ষেত্রে ছাত্রটির পক্ষে কিছু না কিছু খাতায় লেখা সম্ভব এবং সে অন্তত মোটামুটি একটা পাস মার্ক পেয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এরপরেও কথা থেকে যায়। বিষয়গুলো খুব বেশি স্থূল হলে প্রশ্ন নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন প্রতিটি ছাত্রের অবশ্য কর্তব্য। এটা অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির সাহায্যে করে নেওয়া সম্ভব। পরীক্ষা আসলে 'নির্বাচন এবং পছন্দের খেলা' ছাড়া কিছু নয়। এভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে কেউ ভাগ্যক্রমে শেখা প্রশ্নগুলো পেয়ে যায় এবং ভালো নম্বর পায়। এই প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। এটি ছাত্রদের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিতে সক্ষম করে তোলে।

সবসময় চেষ্টা করুন অন্যের চেয়ে ভালো এবং আলাদা কিছু লিখতে। সাজেশন তৈরি করবেন ঠিকই তবে পুরো বই সম্পর্কে আপনার কম-বেশি ধারণা থাকতে হবে।

www.purepdfbook.com

বিষয় নির্বাচন এবং প্রশ্ন নির্বাচন দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি আমরা পরবর্তী সময়ে আলোচনা করবো। একটি ভালো এবং সম্পূর্ণ শিক্ষা এসব শর্তানুযায়ী পাওয়া সম্ভব। আর প্রতিটি ভালো ছাত্রের এই নিয়মটি মেনে চলা উচিত।

সুশৃঙ্খল প্রস্তুতি

যে-কোনো পরীক্ষা এলেই ছাত্রদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়, রীতিমতো দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে পরীক্ষা নিয়ে। খুব ভালো প্রস্তুতি নেয়া সত্ত্বেও ভয়ের কারণে পরীক্ষা ভালো দেওয়া হয়ে ওঠে না। অবশ্য এ ভীতিটি স্বাভাবিক। কারণ, স্বয়ং যীশুখ্রিস্টও পরীক্ষা ভয় পেতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, 'ঈশ্বর! আমাকে পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচাও।'

পরীক্ষা-আতঙ্ক থেকে মুক্ত রয়েছে এমন ছাত্র খুঁজলে বোধ করি একজনও মিলবে না। অনেক ভালো ছাত্রও পরীক্ষা নিয়ে কোনো না কোনো কারণে হতাশায় ভোগে। তবে যাদের এ ব্যাপারে ভালো প্রস্তুতি রয়েছে, তারা এ অগ্নিপরীক্ষায় উতরে যেতে পারে সহজে। পরীক্ষা কী ? পরীক্ষা হলো 'জীবনের একটি পথ যা সাফল্যের দরোজা উন্মোচিত করে দেয়।' পরীক্ষা ছাড়া সবচেয়ে দক্ষ এবং অদক্ষ ব্যক্তিটির মর্যাদা সমপর্যায়েই থেকে যায়।

জীবন নিজেই একটি পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে কঠিন সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। আর যারা এই কঠিন চাপের কাছে পরাভূত হয় তারা জীবনের দৌড়ে হয় পরাজিত, পেছনে পড়ে থাকে। কিন্তু যারা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে জানে তারাই সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করে, বাঁচতে পারে সফলতার সাথে।

পরীক্ষা অনিবার্য। একটি শিশু শৈশব থেকে ক্লাসে নানা পরীক্ষার মাধ্যমে তার স্কুল জীবন শুরু করে। একটা সময় পরীক্ষার ব্যাপারটিতে সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। এভাবে যেসব ছাত্র খুব ভালো প্রস্তুতি নিতে পারে, পরীক্ষার কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারে সম্যকভাবে, তারা পরীক্ষায় ভালো

পরীক্ষা মোটেই কোনো ভয়ের ব্যাপার নয়। মনে সাহস রাখুন। সবসময় আত্মবিশ্বাস যেন থাকে প্রবল।

www.purepdfbook.com

করে। পরীক্ষা নিয়ে তাদের ভীতির কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু যাদের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেই তাদের কাছে পরীক্ষা দুঃস্বপ্ন তো মনে হবেই।

কিন্তু পরীক্ষা দুঃস্বপ্নের বিষয় নয়। পরীক্ষা নামের বিষয়টির সাথে আমাদের মানসিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তা হলেই আমরা পরীক্ষা নামের খেলায় জিতে যেতে পারবো। জীবনের একটা অংশ হিসেবে পরীক্ষাকে মেনে নিয়ে এটাকে সিরিয়াস দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত। ভাবা উচিত পরীক্ষায় ব্যর্থতা মানে জীবনযুদ্ধে পরাজয়। পরীক্ষা ছাড়া এ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড মূল্যায়নের কোনো ব্যবস্থা নেই।

তবে শুধু পড়ার জন্যে যেন পড়া না হয়, পড়তে হবে জ্ঞানার্জনের জন্যে। তার মানে পড়ার প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। আর পরীক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হলে পরীক্ষায় ভালো করা সম্ভব। আর এ আগ্রহ জন্মানোর ক্ষেত্রে নানা রকম ফ্যাক্টর রয়েছে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে চাইলে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা অবশ্যকর্তব্য ঃ

১। সুশৃঙ্খলভাবে, পরিশ্রম করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

২। পরীক্ষা সম্পর্কে মনের ভেতর কোনোরকম বিভ্রান্তি প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

৩। কোনোভাবেই অলস সময় কাটানো যাবে না।

৪। যে বই পড়বেন তাতে পরিপূর্ণ আগ্রহ থাকতে হবে। আর নিয়মিত পড়বেন।

এ নিয়মগুলো মেনে চললে পরীক্ষা আপনার কাছে আর দুঃস্বপ্ন মনে হবে না। বরং চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা মনে হবে।

প্রস্তুতি থাকবে সুশৃঙ্খল। যতটুকু পড়বেন একাগ্রচিত্তে পড়বেন। পরীক্ষা নিয়ে ভয়ে কুঁকড়ে থাকার কোনো মানে নেই।

www.purepdfbook.com

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

পরীক্ষা আসলে একটি আর্ট বা শিল্প। যারা একসাথে সবকিছু গলাধঃকরণ করতে চায় তারা শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা অল্প পড়াশোনা করে তারা এদের চেয়ে কম পড়েও ভালো মার্কস্ পায়। তবে পার্থক্যটা কে কতটুকু পরিশ্রম করলো তা নিয়ে নয়, পার্থক্য হলো পরীক্ষার জন্যে কে কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছে তা নিয়ে।

ধরা যাক, একজন ছাত্র বিএ স্ট্যান্ডার্ডে পরীক্ষা দিচ্ছে। সে ক্ষেত্রে তাকে একটু উচ্চতর অ্যাঙ্গেলে পড়াশোনা করতে হবে, উচ্চতর স্ট্যান্ডার্ডের বইপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে সেই ছাত্রকে। যেমন তাকে পড়তে হবে বিএ অনার্স বা এমএ লেভেলের বইপত্র। তা হলেই শুধু তার পক্ষে সম্ভব হবে অন্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি ভালো রেজাল্ট করা।

সমস্যা হলো এখনো ছাত্র-ছাত্রীরা বাজারে যেসব সস্তা নোটবই পাওয়া যায় অর্থাৎ নানা ধরনের ভুলে ভরা গাইড, সেগুলো পড়ে ভাবে যে তারা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে। ধারণাটি ভুল।

মানুষ তোতাপাখি নয়

মানুষ তোতাপাখি নয় যে সে যা শুনবে বা পড়বে আর তা সব মুখস্থবুলির মতো উগরে দেবে। মানুষ বুদ্ধিমান জীব। তার জ্ঞান আছে। তাকে যতটা সম্ভব বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করতে হবে। তা ছাড়া মুখস্থবিদ্যা অভিশাপের মতো। মুখস্থবিদ্যা একজন বুদ্ধিমান মানুষকে নিতান্তই মিডিওকার বা সাধারণ একজনায় পরিণত করতে পারে। তা ছাড়া নোটবইতে যে সবকিছু পাওয়া যাবে তাও কিন্তু নয়। আর পরীক্ষকরা খুব ভালো বুঝতে পারেন একই নোট পড়ে পরীক্ষা দেয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভালো মার্ক্স আশা করা দুরাশা মাত্র। কোনো প্রশ্নের জবাবে নিজস্ব অভিমত চাওয়া হলে যদি নোটবই থেকে হুবহু

একসাথে সবকিছু শিখে ফেলার দরকার নেই। অল্প পড়ুন কিন্তু বুঝে পড়বেন। আপনি যে ক্লাসের ছাত্র তারচেয়ে একক্লাস উঁচু লেভেলের বই অনুসরণ করুন।

www.purepdfbook.com

ঝেড়ে দেওয়া হয়, পরীক্ষক ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পারেন। সেক্ষেত্রে ভালো মার্কস আশা করা বোকামি নয় কি ? বরং যেসব ছাত্র প্রশ্নের উত্তর ভিন্নভাবে দিয়ে থাকে, নিজস্ব চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটায় তাদের লেখা দেখে পরীক্ষকরা খুশি হন।

পড়া তৈরির পদ্ধতি

পরীক্ষার জন্যে কীভাবে পড়া তৈরি করবেন? এ জন্যে যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো ঃ

১। যেসব বই পড়তে বলা হয়েছে সেসব বই সংগ্রহ করা। তবে শিক্ষকের পরামর্শের বাইরেও নিজের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করা দরকার। কারণ, পড়ার মতো প্রচুর বই রয়েছে। তবে যে বইয়ে তথ্য-উপাত্ত বেশি সে বই সংগ্রহ করতে হবে। ধরা যাক, কোনো ছাত্র বি.এতে ইতিহাস নিয়েছে। আর ইতিহাসের ওপর প্রচুর নোটও পাওয়া যাবে বাজারে। কিন্তু তাকে এসব বাজারী সস্তা নোট সযত্নে পরিহার করে চলতে হবে। কারণ, বেশিরভাগ ছাত্র একই লেখকের নোটবই কিনবে।

২। পরীক্ষার ধরনটা কেমন হবে সে ব্যাপারে যতটা সম্ভব ধারণা নেয়ার চেষ্টা করুন। কেবল পড়লেই চলবে না। প্রশ্নপত্রের ধরনও জানতে হবে। সিলেবাস সম্পর্কে থাকতে হবে পূর্ণ ধারণা। সিলেবাস এবং প্রশ্নপত্র সম্পর্কে ভালো ধারণা ছাড়া কখনো ভালো ফল আশা করতে পারবেন না।

৩। আপনাকে অবশ্যই আপনার পাঠ্যবিষয়গুলো আগ্রহ নিয়ে পড়তে হবে।

উপাত্তসমৃদ্ধ বই বেশি পড়ুন। সিলেবাস সম্পর্কে রাখুন সম্পূর্ণ ধারণা।

ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টারগুলো ভালোভাবে পড়বেন এবং ধারণা রাখবেন পুরো বই সম্পর্কে।

www.purepdfbook.com

বিষয়গুলো কীভাবে পাঠ করবেন

পরীক্ষার জন্যে বিষয়বস্তু নির্বাচন হলো প্রস্তুতির একটি আর্ট। ছাত্রদেরকে গোটা বই অন্তত একবার পুরোপুরি পড়তেই হবে এবং এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কী তাও বুঝতে হবে। অনেক ছাত্র বড়ো বড়ো বই থেকে শুধু ইমপর্ট্যান্ট চ্যাপ্টারগুলো পড়ে নেয়। এটা মোটেই ভালো কাজ নয়। কারণ অনেক ভার্সিটি তাদের প্রশ্নপত্রের ধরন বদলে ফেলে। এবং প্রশ্নপত্রও তৈরি করা হয় ভিন্ন ধরনের। কাজেই শুধু ইমপর্ট্যান্ট প্রশ্ন পড়লে ধরা খেয়ে যাবার ভয় যথেষ্ট। তাই বেশিরভাগ চ্যাপ্টারই ভালোভাবে পড়া উচিত।

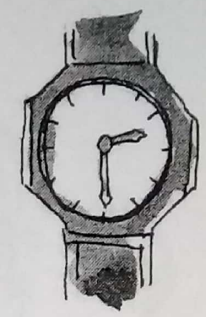

পড়ার সময় পড়া

পড়ার সময় নানা চিন্তা এসে ভিড় করে মনে। কারো ইচ্ছে করে খেলতে যেতে, কেউ ভাবে যাই একটু সিনেমা দেখে আসি। কেউ কেউ অন্যভাবেও সময় কাটাতে চায়। আর এই অন্যভাবে সময় কাটানোর চিন্তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

আপনি যখন পড়াশোনার ব্যাপারে সৎ হবেন অর্থাৎ সত্যি সত্যি মনোযোগ দেবেন, দেখবেন পড়ালেখা আপনার কাছে কতটা আনন্দদায়ক মনে হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে সবাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত। আর তরুণদের ব্যস্ত থাকার তো হরেক রকম উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। অন্তত পড়ালেখার সময় এসব উপাদান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রতিটি ছাত্রের অবশ্যকর্তব্য। তা হলে পড়াশোনায় প্রকৃত মনোযোগ দিতে পারবে তারা। শুধু তখনই পড়াশোনার গুরুত্ব তারা বুঝতে পারবেন, নয়তো ফাঁকা এবং অর্থহীন মনে হবে সবকিছু।

পড়ার সময় কোনো বাজে চিন্তা মাথায় আনবেন না।

দ্রুত পড়ার জন্যে বেশি বেশি চর্চা করুন। মিনিটে ৪০০ শব্দ আপনাকে পড়তেই হবে।

www.purepdfbook.com

দ্রুত পাঠ করার ম্যাজিক

পাঠক হিসেবে আপনি কেমন ? মানে কতটা দ্রুত পড়ার ক্ষমতা রয়েছে আপনার ? আপনি কি মিনিটে ২০০ শব্দ পড়েন ? তা হলে বলতে হবে পড়ার গতি খুবই ধীর। নাকি অনেকের মতো পড়ে ২৬০টি শব্দ পাঠ করে থাকেন ? অথবা ৪০০ শব্দ ? যদি শেষেরটি হয়ে থাকে তা হলে বলবো আপনি একজন দুর্দান্ত পড়ুয়া। আপনি কেমন পাঠক তার প্রমাণ হয়ে যাক। ঘড়ি নিয়ে বসুন এবং একমিনিট পড়ে যান। দেখুন একমিনিটে কতটি শব্দ পড়েছেন।

দ্রুত পাঠাভ্যাস খুব জরুরি একটি বিষয়। আমেরিকায় ১৯৪০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কমপক্ষে ৪০ ভাগ। একই সময় বইয়ের বিক্রি অবিশ্বাস্যভাবে বেড়ে গেছে ৪০০ ভাগ, খবরের কাগজ বিক্রি উঠেছে ৫০ ভাগে এবং সাময়িকীর সার্কুলেশন গিয়ে ঠেকেছে ১১০ ভাগে। আমেরিকায় প্রতিবছর ৬০ মিলিয়ন বেল কাগজ ছাপা হচ্ছে। বিজ্ঞান সাময়িকীগুলোর কদর বর্তমানে সারা বিশ্বে। টপ এক্সিকিউটিভরা এখন গড়ে প্রতিদিন চার ঘণ্টারও বেশি পাঠ করছেন। কিন্তু আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশের কি অবস্থা ? নিঃসন্দেহে অনেক করুণ। কারণ, আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে পাঠাভ্যাসই এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি, দ্রুত পড়ার অভ্যাস রপ্ত করা তো দিল্লী-দূর-অস্ত এর মতো। দ্রুত পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে না পারলে পড়াশোনায় আমরা কোনোদিনই উন্নতি করতে পারবো না। আর এ অভ্যাসটি গড়ে তোলার জন্যে রিডার্স ডাইজেস্ট কিছু পরামর্শ দিয়েছে। দ্রুত পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে চাইলে এই পরামর্শগুলো আপনি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ধরুন, আপনি এখন মিনিটে ২৫০ শব্দ পড়তে পারেন এবং আপনি দিনে মাত্র ১ ঘণ্টা পাঠ করেন। এই রেটটাকে দ্বিগুণ করে তোলার চেষ্টা করুন। অর্থাৎ সপ্তায় সাতদিন অতিরিক্ত আরো ১ ঘণ্টা করে পড়ুন। তা হলে এক সপ্তায় ১টা ঘণ্টা পড়ার অভ্যাস আপনার আপনাতেই দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে রেটটা বাড়াতে থাকুন। একসময় দেখবেন দ্রুতগতিসম্পন্ন একজন পড়ুয়া হয়ে গেছেন আপনি।

চর্চার কোনো বিকল্প নেই। প্রতিদিন একটু একটু করে চর্চার পরিমান বাড়ান। একটা বিষয় বারবার পড়ুন। পড়বেন খুব আগ্রহ নিয়ে।

www.purepdfbook.com

প্রশ্ন হলো এটা কীভাবে করবেন। কাজটাতে মাঝে মাঝে বিরতি দেবেন। আপনি গাড়ি চালানোর সময় নিশ্চয়ই একই সাথে দু'পা এবং হাত ব্রেকের ওপর রেখে চালান না। আর পড়াটাতেও মাঝে মাঝে ব্রেক দিতে হবে।

প্রথম নিয়ম হলো পশ্চাদগামী হতে হবে। এর মানে খানিক আগে যা পড়েছেন ওটাকে আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ আবার পড়তে হবে। এ যেন পেছন দিকে পা পা করে হাঁটা। তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে যাবেন না। তা হলে ভালো ফল পাবেন না। পশ্চাদগামী হতে গিয়ে নানা সমস্যা হবে- আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটতে পারে, পঠনে ত্রুটি দেখা দিতে পারে, শব্দ বা লাইনও কখনো কখনো বাদ পড়ে যেতে পারে। তবে হতাশ হবার কিছু নেই। জানেনই তো Practice makes a man perfect. সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চাদগামীতার অভ্যাস প্রচুর ধীরপাঠককে দ্রুতপড়ুয়ায় পরিণত করেছে।

দ্বিতীয় হলো ভোকালাইজিং। পড়ার সময় জোরে জোরে পড়বেন। শব্দ উচ্চারণ সঠিক হতে হবে। এবং মিনিটে ২০০ শব্দের নিচে পড়া যাবে না। আর মনে মনে যখন পড়বেন তখন ঠোঁটের ওপর হাত রেখে পড়বেন। যদি দেখেন পড়ার তালে ঠোঁট কাঁপছে তা হলে বুঝতে হবে যথেষ্ট দ্রুত হচ্ছে না আপনার পড়া।

তৃতীয় পদ্ধতির নাম Word by word reading প্রতিটি শব্দ চোখ দিয়ে তীব্রভাবে অনুসরণ করুন, পড়ার সময় কোনোটি যেন পিছলে না যায়।

মোটামুটি ২০ দিনের একটি পরিকল্পনা নিয়ে এ কাজে নামতে পারেন। দ্রুতপঠনের জন্যে হালকা, মজাদার কোনো বই-ই ভালো হবে। প্রথমে প্রতিদিন ১৫ মিনিট দ্রুত পড়ে যাবেন, উচ্চারণ ঠিক হলো কি হলো না তা নিয়ে ভাববেন না। প্রথমে পড়ার স্পিডটা ঠিক করা দরকার। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় জানিয়েছে ২০ দিনের এই পরিকল্পনায় ৭২ জন পাঠকই তাদের পড়ার গতি দ্বিগুণ করে তুলতে সক্ষম, ২০ জন তিনগুণ এবং ৮ জন চারগুণ।

আপনার পুরো সময়টাকে ভাগ করে ফেলুন। কোন বিষয় কতটুকু পড়বেন, কতক্ষণ পড়বেন তার একটি টেবিল তৈরি করুন। আপনিই ভালো জানেন কোন সময়টা আপনার পড়ায় সবচেয়ে বেশি মন বসে।

www.purepdfbook.com

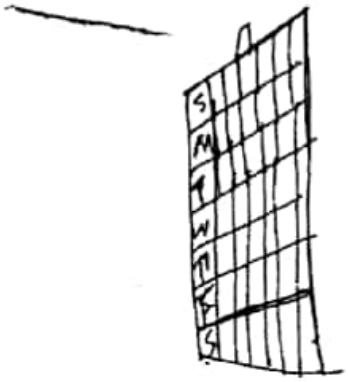

নিত্যদিনের পড়ার রুটিন

আপনার হাতে মহামূল্যবান একটি সম্পদ রয়েছে। নাম তার সময়। তবে ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারলেই সময়ের দাম থাকে। নইলে এক কানাকড়িও দাম নেই সময়ের। আর সময় খুব সীমিত। বিশেষ করে পরীক্ষার্থীদের জন্যে। সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্যে পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট টাইম-টেবিল বা পড়ার রুটিন। আর সেজন্যে যা যা করতে হবে তা হলো ঃ

১। প্রতিদিন কোন কাজে কত ঘণ্টা সময় ব্যয় করবেন সেটা আগে ঠিক করুন। আর সে অনুসারে ভাগ করে নিন সময়টাকে।

২। আপনি কতক্ষণ কাজ করতে পারবেন তার পুরোটাই নির্ভর করবে আপনার সামর্থ্যের ওপর। কাজেই কতটা সময় টেবিলে কাটাতে পারবেন, নির্ধারণ করার ভার আপনার।

৩। শিডিউলের বাইরে যেসব কাজ থাকবে সেগুলোও ঠিক সময়ে সম্পন্ন করার মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

৪। পড়াশোনার সময়টাকে আপনি সকাল, দুপুর এবং রাত হিসেবে ভাগ করে নিতে পারেন। আপনিই ভালো বুঝবেন কোন সময়টা পড়াশোনার জন্যে সবচেয়ে নিরিবিলি পাচ্ছেন।

৫। কলেজ বা স্কুলে পড়ার সময়টা বাদ দিয়ে বাড়িতে বসে পড়া বা নোট করার জন্যে একটা নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই হাতে রাখবেন। অনেক ছাত্র দুপুরে না পড়ে রাত জেগে পড়ে। ওই সময়টাকে সে পড়ার জন্যে উৎকৃষ্ট মনে করে। আপনিও এভাবে সময়টাকে ভাগ করে নিতে পারেন।

৬। একটা কথা মনে রাখতে হবে। সময় হাতে খুব কম। কাজেই স্বল্পসময়ের মধ্যেই ভালো ফল আনার চেষ্টা করতে হবে।

আপনি নিজের সুবিধার্থে প্রতিদিন নিচের টাইম-টেবিলটি অনুসরণ করে দেখতে পারেন ঃ

www.purepdfbook.com

১। আপনি প্রতিদিন ঘুম থেকে ওঠেন সকাল---

২। আপনি প্রতি রাতে ঘুমাতে যান---

৩। আপনার কাজে যাবার সময় হলো---

সময়	হতে	পর্যন্ত	যেসব পড়া পড়বেন
সন্ধ্যা	বিকেলে ৪টা	৫-৩০	ইতিহাস
রাত	৮-৩০	১০-৩০	অঙ্ক, এক্সারসাইজ, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইত্যাদি।

কলেজের সময় ঃ সকাল ৯-০০ থেকে ৩-০০টা।

এভাবে সময় ব্যয় করুন পড়াশোনার জন্যে। বাকি সময়টা খেলে বা মর্নিংওয়ার্ক করেও কাটিয়ে দিতে পারেন। আর সপ্তাহে দুই/তিন দিন কিছু সময় বিশ্রামের জন্যেও ব্যয় করতে পারেন।

কলেজ/ভার্সিটি পর্যায়ের একজন ছাত্রের একটানা তিনঘণ্টা পড়াশোনা করার প্রোগ্রামটা এরকম হতে পারে ঃ

১ ঘণ্টা ঃ মূল পাঠ্যবই পড়ুন এবং তা থেকে নোট নিন।

৪৫ মিনিট ঃ পরীক্ষায় আসতে পারে এমন ধরনের সম্ভাব্য প্রশ্ন তৈরি করে তার উত্তর লিখুন।

১ ঘণ্টা ঃ রেফারেন্স বই ঘেঁটে যেসব প্রশ্ন এর আগের পরীক্ষায় এসেছে সেগুলোর উত্তর তৈরি করুন।

১৫ মিনিট ঃ লেকচার দেওয়ার সময় স্যার যেসব বইয়ের রেফারেন্স দিয়েছেন সেগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিন।

তবে যে টাইম-টেবিলের কথা উল্লেখ করা হলো ওটা যে হুবহু অনুসরণ করতে হবে তা নয়। ওটা অনেক সময়ই উল্টে যেতে চাইবে। অপ্রত্যাশিত অনেক বাধা-বিঘ্ন এসে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে তাতে। কিন্তু রুটিনটা না ভাঙার চেষ্টা করবেন। পড়ার সময় কেউ সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখালে লোভটাকে অবশ্যই

টাইম-টেবিল করে পড়ার অনেক সুবিধা। এতে কোনো বিষয় বাদ পড়ে না। কিংবা আপনার অগোচরে কোনো বিষয়ের প্রতি অবহেলাও করা হয় না। পাশাপাশি আপনি শিখে যাচ্ছেন নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা।

www.purepdfbook.com

জয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে পড়ার সময় পড়া, আনন্দের সময় আনন্দ। সময়কে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা আগে থেকে তৈরি করে নিলে কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে। আর রেগুলার হবার শিক্ষাটা কর্মজীবনেও অনেক কাজে লাগবে।

আপনি কলেজ বা ভার্সিটির ছাত্র হলে লেখাপড়ার জন্যে সপ্তায় ২৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হবে। আর এই ২৫ ঘণ্টা শুধু বাড়িতে বসে পড়তে হবে। এর মধ্যে ক্লাসওয়ার্ক, লাইব্রেরিতে পড়াশোনা ইত্যাদি বিষয়গুলোর জন্যে ব্যয় করা সময়কে ধরা যাবে না। এসবের পেছনে আরো ত্রিশ ঘণ্টার মতো ব্যয় হবে। আর সপ্তাহে এত বেশি পড়লে শরীর এবং মনের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারেন- পড়াশোনায় মাঝে মাঝে ফাঁকি দেবেন। তবে ফাঁকিটা হতে হবে পরিকল্পিত। ফাঁকি দেয়ার জন্যে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন আলাদা করে নিতে পারেন। এদিন লেখাপড়ার ত্রিসীমানায় আসবেন না। আর আপনার টাইম-টেবলই বলে দেবে কোন দিনটা ছুটি কাটাবেন। আর এই ছুটির দিনে পড়াশোনার কথা একেবারেই মনে আনবেন না। স্রেফ নির্মল আনন্দে ভাসিয়ে দেবেন গা। ক্ষুদে ছুটিগুলোর শেষে দেখবেন নতুন উদ্যম এসেছে শরীরে, মন ভরাট হয়ে আছে, ভালোবাসা বাড়ছে পড়াশোনার প্রতি। আবার যখন টেবিলে বসবেন, খুব ভালো লাগবে। আর কোন সময় পড়বেন বা কি পড়বেন সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয়। এটা যার যার ওপর নির্ভর করে। কেউ রাতে পড়লে পড়া মনে রাখতে পারে, কেউ দিনে। আপনার যখন ভালো লাগবে, পড়তে বসে যাবেন। আর একটানা না পড়ে মাঝে মাঝে পড়ার ফাঁকে লেখার কাজও করতে পারেন। এতে একঘেয়েমি দূর হয়ে খানিক বৈচিত্র্য আসবে।

পড়াশোনায় মাঝে মাঝে ফাঁকি দেবেন। তবে সেটা যেন হয় পরিকল্পিত। শুধু ফাঁকি দিয়ে আড্ডা মারাটাই যেন উদ্দেশ্য না হয়। ফাঁকিটাকে হতে হবে আপনার শরীর ও মস্তিষ্কের বিশ্রাম।

তবে আসল কথা হলো দৈনন্দিন রুটিনটা আপনাকে ঠিকমতো অনুসরণ করতে হবে। আর এটা করতে পারলে আপনি হয়ে উঠবেন ধৈর্যশীল, পরিশ্রমী এবং নিয়মতান্ত্রিক। আর একটু আগেই বলা হয়েছে এগুলো হয়ে উঠবে আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে পথ চলার সম্পদ।

www.purepdfbook.com

পড়া মনে রাখার উপায়

পড়া ভুলে যাওয়াটা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বড়ো ধরনের সমস্যা। অবশ্য স্মৃতিশক্তি সবার সমান নয়। আর পড়া মনে রাখতে না পারার অভিযোগ কম-বেশি সবাই করে থাকে। পড়া মনে রাখতে না পারার জন্যে নিচের কারণগুলোকে দায়ী করা চলে ঃ

১। **পর্যালোচনার অভাব ঃ** আপনি যা পড়েছেন তা নিয়ে যদি পরবর্তী সময়ে কারো সাথে পর্যালোচনা না করেন তা হলে পড়া মনে না থাকতেই পারে।

২। **মনোযোগের অভাব ঃ** কোনো পড়া মনোযোগ না দিয়ে পড়লে সেটা ভুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

৩। **পরিবর্তিত পরিবেশ ঃ** পরিবেশ পরিবর্তনও পড়া ভুলে যাবার জন্যে দায়ী। আপনি যে বিষয়টি বাড়িতে বসে দিব্যি মনে করতে পারছেন, ওই বিষয়টিই হয়তো ক্লাসে গিয়ে ভুলে গেছেন।

৪। **আবেগজনিত কারণ ঃ** ভয়-ভীতি, ক্রোধ, ঘৃণা, লজ্জা ইত্যাদি আবেগজনিত কারণেও অনেকে পড়া ভুলে যায়। যেমন- ভয় ও উদ্বেগের কারণে অনেক পরীক্ষার্থী পরীক্ষকের সামনে দাঁড়ালে মুখস্থ করা বিষয় ভুলে যায়।

৫। **অসুস্থতা ঃ** দৈহিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণেও পড়া ভুলে যাবার ঘটনা ঘটে।

এবার আলোচনা করা যাক কীভাবে পড়া মনে রাখবেন তা নিয়ে।

অনেকে না বুঝে পড়া মুখস্থ করে এবং তা ভুলেও যায়। শুধু মুখস্থ করলেই তো হবে না। সেটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনে গেঁথে নেয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে। আর তা করার উপায় হলো মুখস্থ করা পড়াটা কাউকে শোনান অথবা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একা একা আবৃত্তি করা।

আর্থার ডব্লিউ কর্নহাউস তার 'হাউ টু স্টাডি' বইতে পড়া মনে

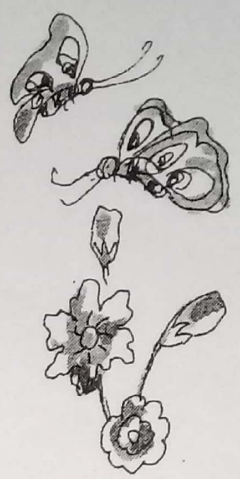

আপনি যা পড়ছেন তা অন্যের সাথে শেয়ার করুন। এতে আপনার ত্রুটিগুলো ধরা পড়বে।

না বুঝে কখনো কিছু পড়বেন না।

কোনোকিছু বারবার পড়লে তা মনে গেঁথে যায়।

www.purepdfbook.com

রাখার ৭টি নিয়মের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো ঃ

১। মনে রাখার বিষয় বা ধারণাটি ঠিকমতো বুঝে নিন।

২। মনে রাখার বিষয় (পড়া) বারবার পড়ুন, আবৃত্তি করুন।

৩। সক্রিয়ভাবে মনোযোগ দিন। পড়ার বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করুন। এ বিষয়ের ওপর নোট সংগ্রহ করুন, শিক্ষক বা সহপাঠীদের কাছ থেকে সাহায্য নিন। শুধু মন্ত্রের মতো শব্দের পুনরাবৃত্তি করলে মনে রাখা সম্ভব নয়।

৪। পড়াটা স্থায়িভাবে মনে গেঁথে রাখতে হবে এ উদ্দেশ্য নিয়ে পড়তে বসুন।

৫। পড়ার সময় মাঝে মাঝে বিরতি দিন। কী পড়ছেন তা মনে করুন। পড়াটা আওড়ান।

৬। যা পড়ছেন তা আপনার মনে থাকবে এ বিশ্বাস নিয়ে পড়তে থাকুন।

৭। পড়াটা নতুন করে ঢেলে সাজান।

মুখস্থবিদ্যা কখন কাজে লাগে?

কোনোকিছু না বুঝে মুখস্থ করাটা বোকামি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যা ভালো ফল দিতে পারে। বুঝে মুখস্থ করাটা সবচেয়ে ভালো। ধরুন আপনি কিছু খাচ্ছেন কিন্তু জানেন না কী খাচ্ছেন। না জেনে খাওয়ার চেয়ে কী খাচ্ছেন সেটা জেনে খাওয়া ভালো না?

অনেকেই মুখস্থবিদ্যাকে ভালো চোখে দেখে না। তবে মুখস্থবিদ্যা মাঝে মাঝে অ্যাসেট হতে পারে। মুখস্থবিদ্যা আসলে কিছু জিনিস ঠোঁটস্থ করে রাখা ছাড়া কিছু নয়। তবে মুখস্থবিদ্যাকে লেখকরা ইংরেজিতে 'Thoughtless Memorisation' বলে অভিহিত করেছেন। এবং না বুঝে মুখস্থ করাকে তারা বরাবরই নিরুৎসাহিত করেছেন। তবে বুঝে মুখস্থ করার ভালো ফল পাওয়া যায়। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যা তেমন কাজে লাগে না; যেমন রচনামূলক প্রশ্ন। এখানে তোতাপাখির মতো মুখস্থ বুলি আউড়ে গেলে লাভ হবে না। যা মুখস্থ করে এসেছেন তা যদি বমি করে দেন পরীক্ষার খাতায়, যে কাজটি করছে অন্যেরাও, তাতে কিন্তু কোনোই ফল পাবেন না। রচনামূলক প্রশ্নে পরীক্ষার্থীরা যে যার

www.purepdfbook.com

দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নের উত্তর দেবে সেটাই আশা করেন পরীক্ষক। এক্ষেত্রে দাড়ি-কমা-সেমিকোলনসহ, প্রশ্ন না বুঝে উত্তর হুবহু লিখে দিলে নম্বর পাবার আশা করা বৃথা।

তবে মুখস্থবিদ্যার একটা সুবিধা আছে। তা হলো ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স, ইভেন্টস, ডাটা ইত্যাদি মুখস্থ থাকলে প্রশ্নের উত্তর লিখতে সুবিধা হয়। মুখস্থবিদ্যা যদি যথাযথভাবে কাজে লাগানো যায় তবেই এর মূল্য আছে, নয়তো মুখস্থবিদ্যা অর্থহীন। আর কেবল মুখস্থ করলেই হবে না। ওটাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার দক্ষতাও থাকা চাই।

কোনোকিছু মুখস্থ করতে হলে শব্দগুলোকে ভালো লাগতে হবে আপনার। আর ভালো লাগাতে হলে জানতে হবে কেন পড়াটা মুখস্থ করছেন। সামনের পরীক্ষায় পাস করতে পারলে আপনি ডাক্তারি পড়ার জন্যে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পারবেন, তাই সামনের পরীক্ষায় পাস করার ওপর নির্ভর করছে আপনার ডাক্তারি পড়া না পড়া। আর ডাক্তার হবার স্বপ্ন পূরণ করতে পরীক্ষায় পাস করতেই হবে। আর তা করতে হলে পড়াটাও মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ করতে ভালো না লাগলেও ভান করুন যেন ভালো লাগছে। এভাবে একসময় সত্যি ভালো লাগতে শুরু করবে। তা ছাড়া পড়ার সময় বিষয়বস্তু কঠিন মনে হলে সেসব জায়গা আন্ডার লাইন করে রাখুন। তারপর বারবার ওই জায়গাটা পড়ুন। একসময় সহজ হয়ে যাবে কঠিন বিষয়টি।

তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, না বুঝে স্রেফ মুখস্থ করে গেলে কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের দাস হয়ে যাবেন আপনি। বুঝে পড়লেই বরং মনে থাকবে বেশি। আর বুঝে পড়লে পড়া মুখস্থ হতে সময়ও লাগে কম। তবে মুখস্থ করার ভালো একটি উপায় হচ্ছে লেখা। একমাত্র লিখলেই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবেন পড়াটা আপনার মুখস্থ হয়েছে কিনা। কারণ, লেখার পর পড়াটা বই থেকে মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ভুল-টুল থাকলে তা শুদ্ধ করেও নিতে পারছেন। এভাবে একটা পড়া বারবার লিখলে মনের পর্দায় পড়াটার একটা ছাপ পড়বে ছবির মতো। তা ছাড়া বারবার রিভাইজ দিয়েও আপনি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন।

www.purepdfbook.com

পড়ার নিয়ম ঃ জানা থেকে অজানা

হুড়মুড়িয়ে পড়া শুরু করা উচিত নয়। ধীরে-সুস্থে কাজটা করা উচিত। কঠিন বইগুলোতে জটিল সব বিষয় থাকে। এগুলো বরং পরে পড়া ভালো। আর প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বইগুলো আগে পাঠ করা দরকার। পড়াটা শুরু করতে হবে জানা থেকে অজানায়। সহজ থেকে কঠিনতর বিষয়ের দিকে যেতে হবে।

ধরা যাক সহজ কোনো বিষয় দিয়ে আপনি শুরু করলেন, তা হলে পড়াটা দ্রুত ধরতে পারবেন। তারপর যদি কঠিন বিষয় নিয়ে বসেন, জিনিসটা বুঝতে খুব বেশি কষ্ট হবে। কাজেই সহজ বিষয়ের বইগুলো আগে পড়তে হবে যা সহজেই বোঝা যায়।

খুব প্রতিভাবান ছাত্ররা সাধারণত খুব কঠিন বইগুলো নিয়ে আগে বসে। এর কারণ, বিষয়গুলো তারা বুঝতে পারে ভালো। তবে সাধারণ মানের ছাত্রদের এ কাজটি করা উচিত নয়। তারা বরং সহজ দিয়ে, যা তাদের বোধগম্য, সেসব বই দিয়ে পড়া শুরু করবে। তাই বলে শুরু থেকেই পড়া মুখস্থ করা উচিত হবে না। না বুঝে মুখস্থ করলে যে কোনোই লাভ হবে না তা আগের অধ্যায়েই বলা হয়েছে। বুঝে মুখস্থ করলে বিষয়টি অনুধাবন করা বা হজম করা সহজ হবে।

কঠিন কঠিন বই পরে পড়ার জন্যে রেখে দিতে পারেন। তবে পড়ার জন্যে 'সহজ থেকে কঠিন'-এর দিকে যাওয়ার নিয়মটি কিন্তু যথেষ্ট ভালো ফলদায়ক। আর একটা কথা– কোনো বিষয়ের প্রয়োজনীয় অধ্যায়গুলো খুব ভালোভাবে জেনে নেবেন। অনেক সময় বইয়ের ভূমিকাতেও জরুরি কথা লেখা থাকে। ওটা পড়ে নেবেন। এতে লেখকের সঙ্গে পাঠকের সম্পৃক্ততা বাড়ে।

তবে যাই পড়ুন না কেন, অনিচ্ছা নিয়ে কিছু পড়বেন না। অমনোযোগী হয়েও পড়বেন না। আস্তে আস্তে পড়ুন ক্ষতি নেই। তবে পুরোটা পড়বেন এবং মনোযোগের সাথে। তা হলেই আপনার পাঠ্যবিষয়টি হজম করা সহজ হবে। পরীক্ষার হলে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবেন ভালোভাবে।

কঠিন বিষয়ে প্রবেশ করার আগে সহজ বিষয়গুলো পড়ে ফেলবেন। জটিল বিষয়গুলো দিয়ে শুরু করলে যদি গোড়াতেই আটকে যান তা হলে আপনার পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যেতে পারে। অনিচ্ছা নিয়ে পড়বেন না। পড়তে ভালো না লাগলে একটু বিশ্রাম নিন না।

www.purepdfbook.com

ঘাবড়াবেন না

প্রতিটি পরীক্ষায় প্রচুর বইপত্রের প্রয়োজন হয় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে। আর এত এত বইপত্র দেখে দিশেহারা বোধ করে ছাত্ররা। ভাবে একসঙ্গে এত পড়া কীভাবে পড়বে!

ঘাবড়ানোর কিছু নেই। মোটামুটি একটা বিরতি দিয়ে আপনাকে বই বা পেপারগুলো পড়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আর এই বিরতিটা একদিন বা দু'দিন হতে পারে। তবে কোনো বই-ই দীর্ঘদিন ফেলে রাখবেন না। তা হলে দেখবেন সব ভুলে বসে আছেন।

আর কোনো বই বা পেপার কতক্ষণ পড়বেন সেটার সময়ের হিসেব নিজেই করুন। এবং সুবিধেমতো সেটা সাজিয়ে নিন। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারলে পড়াটাও এগোবে ঠিকমতো। এখন প্রশ্ন হলো সময়টাকে ভাগ করবেন কীভাবে ? পরীক্ষার জন্যে ক'টা বই বা কতগুলো পেপার পড়তে হবে সেটা আগে ঠিক করে নিন। তারপর কোন পেপারের জন্যে কতটুকু সময় ব্যয় করবেন তা হিসেব করুন। তা হলেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাবে।

তবে কোনো বিষয় যেন দীর্ঘ সময়ের জন্যে পড়ে না থাকে। কঠিন হলেও রুটিন অনুযায়ী সেই বিষয়টিকে পাঠ করতে হবে। দীর্ঘদিন ফেলে রাখলে সহজ পড়াই মানুষ ভুলে যায়, কঠিন তো আলাদা কথা।

একথা ঠিক যে কঠিন বিষয়গুলোর জন্যে বেশি সময় ব্যয় করতে হবে আপনাকে, সহজ বিষয়গুলোর জন্যে অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ দিলেও চলে। তবে বিভিন্ন বিষয়ের জন্যে সময় ভাগ করে নেওয়াটা খুব জরুরি। পড়ার ব্যাপারে যদি আপনি অটল থাকেন, ঘাবড়ে না যান, তা হলে পড়াটা গেঁথে যাবে আপনার মনের ভেতরে।

বাড়িতে পড়ার জন্যে অবশ্যই আলাদা একটা রুটিন করবেন। রুটিনটায় যেন বৈচিত্র্য থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন পড়ার সময় কখনো কখনো লিখবেন। আবার লেখার সময় পড়বেন। রুটিনে বৈচিত্র্য থাকলে লেখাপড়ায় উৎসাহ বাড়ে।

কোনো বিষয় পড়ে দীর্ঘদিন ফেলে রাখবেন না। প্রতিটি বিষয় পড়ার জন্যে সময় ভাগ করে ফেলুন। যেনন সহজ বিষয়গুলোর জন্যে একটু কম সময় দিয়ে কঠিন বিষয়গুলোর জন্যে বেশি সময় বরাদ্দ করতে পারেন।

www.purepdfbook.com

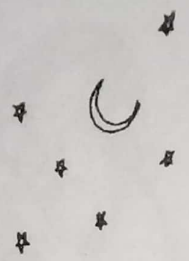

পড়া এবং আপনার মেজাজ-মর্জি

পড়ার সাথে মেজাজের তারতম্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দু'জন মানুষের মেজাজের মাত্রা কখনো একরকম হয় না। যেমন দু'টি চেহারা কখনো একরকম হয় না। যমজদের চেহারা এবং মেজাজেও তারতম্য থাকে। এটা প্রকৃতির নিয়ম। তবে এর মানে এই নয় যে মেজাজের তারতম্যের জন্যে পড়াশোনার নিয়মও উল্টে যাবে।

কেউ কেউ সকালবেলা পড়তে বসতে ভালোবাসে। অনেকের পছন্দ সন্ধ্যার পরে টেবিলে বসা। কেউ কেউ রাত জেগে পড়তেও পছন্দ করে। এটা একেক জনের মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তবে যে সময়ে পড়তে বসতে আপনি স্বচ্ছন্দবোধ করবেন, সে সময়েই বসবেন।

অনেক ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করে বাড়িতে লেখাপড়া করার মতো পরিবেশ নেই। এটা আসলে স্রেফ একটা অজুহাত। কেউ পড়তে চাইলে মনের মতো পরিবেশের জন্যে বসে থাকে না। সে জানে তাকে পড়তে বসতে হবে। কাজেই পরিবেশ যা-ই হোক না কেন সেটাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না। পড়ার পরিবেশ নেই বলে যারা অজুহাত তোলে, তারা আসলে পড়ায় ফাঁকি দিতে চায়।

পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে পড়তে হবে আপনাকে। ধরা যাক, আপনার বাসা হৈ-হট্টগোলপূর্ণ রাস্তার ঠিক পাশে। এক্ষেত্রে হৈ-হট্টগোল সহ্য করেই আপনাকে পড়তে হবে। মনে রাখবেন পরিবেশের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাতে শুধু সময় নষ্ট হবে। যে-কোনো পরিবেশকে আপনার কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বলে ভাবতে শিখুন, দেখবেন আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

যে-কোনো পরিবেশে নিজেকে খাপখাইয়ে নিন। পরিবেশ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে কেন? আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন পরিবেশকে।

www.purepdfbook.com

কীভাবে পড়া হজম করবেন ?

ইতোমধ্যে আমরা পরীক্ষার জন্যে পাঠ্যবিষয় এবং তার প্রস্তুতি নিয়ে মোটামুটি একটা ইঙ্গিত দিয়েছি। তবে পড়া হজম করার জন্যে শুধু পড়লেই চলবে না। কোনো বিষয় পড়ার সময় বিষয়টি পড়তে হবে খুব ধীরে ধীরে, প্রতিটি শব্দ বুঝে। হৃদয়ঙ্গম করতে হবে বিষয়টির মূলবক্তব্য বা সারমর্ম। অগ্রগতি হওয়া উচিত ধীর তবে স্থায়ী। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে মৌলিক এবং প্রাথমিক কী কী জিনিস আছে তা জানতে হবে।

বুঝে পড়লে সে পড়া ধীরস্থির হয়। আর পড়ার জন্যে তো প্রচুর সময় দিতেই হবে। পড়াটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যা মনের গভীরে গিয়ে ছাপ রেখে যায়। আর ঠিকঠাক পড়া হজম করতে পারলে তা যে পরীক্ষার সময় যথেষ্ট কাজ দেবে তা বলা বাহুল্য। সেইসাথে একথাটিও মনে রাখা দরকার--আমাদের লক্ষ্য হবে জ্ঞানার্জন, পরীক্ষার খাতিরে শুধু মুখস্থ করা নয়।

আপনাকে প্রতিদিনের পড়া প্রতিদিন রিভাইজ দিতে হবে। এটাকে অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করবেন। আর এতে অনেক উপকৃতও হবেন। এ রাস্তায় যদি জ্ঞানার্জন সম্ভব হয় তা কিন্তু মনে স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে সক্ষম। আর এটা শুধু পরীক্ষায় নয়, জীবনের পথ চলার প্রতিটি মুহূর্তেই কাজে লাগবে।

নিজেকে কীভাবে পরীক্ষা করবেন ?

ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হলেও সত্য– নিজেকে পরীক্ষা করা একটা যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা।

অন্যেরা আমাদের যোগ্যতা বা সামর্থ্য পরীক্ষা করে দেখতে পারে, কিন্তু আমরা নিজেদেরকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি না।

নিজেকে পরীক্ষা করার সহজ উপায় হলো মনটাকে পরিষ্কার করা। নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে যেন কোনো সন্দেহ না থাকে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি তা বুঝতে পারা

সবকিছু দ্রুত শিখে ফেলার মানসিকতা পরিহার করুনতো। ধীরে শিখুন তবে চর্চা রাখতে হবে নিয়মিত। প্রতিদিন আপনি যদি নিয়ম করে পড়েন তা হলে আর আপনাকে পায় কে!

www.purepdfbook.com

বা উপলব্ধি করা খুবই জরুরি একটি বিষয়। ছাত্ররা পড়াশোনা করে এবং ভাবে তারা সব জেনে ফেলেছে। কিন্তু পরীক্ষার সময় এলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তারা এটা বুঝতে চায় না যে ঠিকমতো পড়ালেখা করেনি বলেই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

যা হোক, ছাত্রদের সবারই উচিত অন্তত একবার নিজের যোগ্যতাকে পরীক্ষা করে দেখা। কীভাবে বুঝবেন আপনি যা পড়ছেন তা ঠিকমতো পড়া হয়েছে কিনা! একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে টানা একঘণ্টা পড়ে যান। ক্লান্ত হয়ে পড়লে ছেড়ে দিন ওটা। তারপর যা পড়েছেন তা সংক্ষেপে লিখে ফেলুন খাতায়। এবার বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন লেখাটা। তা হলেই বুঝতে পারবেন আপনার পড়া আসলে কতটুকু এগিয়েছে।

আরেকটা কাজও করা যায়। কিছু প্রশ্নপত্র তৈরি করুন। সপ্তাহখানেক পরে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে ফেলুন। বোঝা যাবে কতটুকু এগিয়েছেন আপনি। বই মুখস্থ করা আর হাতেকলমে শেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আপনি পাঞ্জাবি ভাষা শিখতে চাইলে বই পড়ে যতটুকু না শিখতে পারবেন, পাঞ্জাবি কারো সঙ্গে কিছুদিন কথা বলে তারচেয়ে অনেক বেশি শেখা যাবে।

ধরুন ইতিহাস বা নৃতত্ত্বের ওপর কিছু পড়ছেন। এক্ষেত্রে বই মুখস্থ করার চেয়ে অনেক সহজ কাজ জাদুঘরে গিয়ে ওই বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণ করে আসা। মুখস্থ করতে ক্লান্তি লাগে। সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালের যুদ্ধে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করেছেন তা মুখস্থ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা বাদ দিয়ে জাদুঘরে গেলে এবং ওই সময়ের অস্ত্রপাতি দেখলে ব্যাপারটা মনে ভালোভাবে গেঁথে যাবে।

নিজের যোগ্যতাকে নিজেই যাচাই করুন না। যাচাইয়ের নানান কৌশল আছে। খুঁজে বের করুন কোন কৌশলে আপনার যোগ্যতা যথার্থভাবে বেরিয়ে আসে।

যোগ্যতা পরীক্ষার জন্যে নিজে নিজে, বাসায় বসে যে পরীক্ষাটা আপনি দেবেন, তাতে যদি দেখেন শুদ্ধভাবে লিখতে পেরেছেন তা হলে আপনার মনোবল বেড়ে যাবে। আপনি লেখাপড়ায় আরো উৎসাহী হয়ে উঠবেন। নিজের মূল্যায়ন নিজেই যথার্থভাবে করতে পারলে তাতে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় তা ভবিষ্যতে চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকে।

www.purepdfbook.com

পড়ার জন্যে বাইরের সাহায্য

আমরা অসম্পূর্ণ একটি জগতে বাস করি। কেউই বলতে পারবে না যে সে সম্পূর্ণ। কিন্তু এই অসম্পূর্ণতার পৃথিবীতে বাস করেই আমাদের সাফল্য অর্জন করতে হবে। কখনো কখনো আমরা কোনো ফ্যাক্ট কিংবা ফর্মুলা বুঝতে পারি না। এজন্যে লজ্জা পাবার কিছু নেই। কোনো কিছু বুঝতে না পারলে স্বচ্ছন্দে বাইরের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আর এ ধরনের সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে অনেকেই। যারা এরকম সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত তাদের কাছে সাহায্য চাইতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

প্রতিটি ক্লাসে খুব ভালো ছাত্র দু'একজন থাকেই। সাধারণ মানের কোনো ছাত্র কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে তাদের কাছে। কিংবা যাওয়া চলে প্রফেসরের কাছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে খুব ভালো ছাত্র বা প্রফেসর কেউ তাদের কাছে সাহায্য চাইতে এলে ফেরান না। আর এভাবে সাধারণ ছাত্রটির সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে।

পড়াশোনায় ভালো করার জন্যে একটি সাধারণ উপদেশ হচ্ছে ভালো ছাত্রদের নিয়ে একটি সার্কেল গড়ে তোলা, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। কারণ, ভালো ছাত্ররা কঠিন বিষয় সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম। আর শিক্ষকরা যেখানে বেশিরভাগ সময় নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, সেখানে ভালো ছাত্রের সার্কেলে গিয়ে সাহায্য চাওয়াটাই উত্তম। ভালো ছাত্র বা প্রফেসরের কাছে সাহায্য চাওয়ার বাইরে আরেকটি উপায় আছে যা থেকেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সেটা হলো রেফারেন্স বই এবং পত্রিকা। বাজারে এ ধরনের বই এবং পত্রিকার অভাব নেই। পত্র-পত্রিকাগুলোতে লেটেস্ট বিষয়াদি নিয়েই লেখালেখি হয় বেশি।

উদাহরণ হিসেবে 'দ্য কমপিটিশন সাকসেস রিভিউ'র কথা বলা যায়। এটি ভারতের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি সাময়িকী যা বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রতিযোগীদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়। এ পত্রিকায় দেশ এবং বিশ্বের সর্বশেষ হালচাল চমৎকার ঢঙে লেখা থাকে। আর এ ধরনের পত্র-পত্রিকা অত্যন্ত

না জানায় লজ্জার কিছু নেই। পৃথিবীতে কেউই সবকিছু জানে না। আপনার না জানা জিনিটা যে জানে তার সাহায্য নিন। সে কী ভাববে এটা ভেবে চুপ করে বসে থাকলে কিন্তু আপনিই ঠকলেন।

www.purepdfbook.com

তথ্যবহুল বলে ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই কাজে আসে। এ ধরনের পত্রিকা তাদের সাধারণ জ্ঞানের বহর শুধু বৃদ্ধিই করে না, মোটের ওপর পরীক্ষার ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতেও তাদেরকে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে।

'দ্য কমপিটিশন সাকসেস রিভিউ'র মতো পত্রিকা আমাদের দেশে না থাকলেও পাঞ্জেরী'র মতো কিছু কিছু প্রকাশনা সংস্থা যেসব গাইড বই বের করে তা কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের যথেষ্ট উপকারে আসে। বিশেষ করে বি.সি.এস পরীক্ষার্থীদের কাছে এসব গাইড মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয়। এ ধরনের রেফারেন্স বই ব্যবহার করলে পরীক্ষায় ভালো ফল আশা করা যাবে।

উৎসাহের অভাব এবং তার ওষুধ

প্রায়ই শোনা যায়, ছাত্ররা ক্লাসে বসে যা পড়ে বা লেকচার শোনে, ক্লাস ছুটির পরে তা ভুলে যায়। এ ক্ষেত্রে উৎসাহের অভাবকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী করা হয়। কিন্তু কেন এমনটা হয় ?

এর অন্যতম কারণ হলো মুখস্থবিদ্যা। দাড়ি-কমা-সেমিকোলনসহ কোনো বিষয় ছাত্ররা মুখস্থ করছে ঠিকই কিন্তু জিনিসটা তাদের অন্তর স্পর্শ করতে পারছে না। ফলে পড়াটা ভুলে যাচ্ছে।

আরেকটা ব্যাপার হতে পারে ছাত্ররা এমন কোনো বিষয় পড়ছে যা খুবই কঠিন। আর কঠিন বিষয় বলে তারা পড়তে উৎসাহ পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে বিষয়টি যদি বদলানো যায় তা হলে ছাত্ররা পড়তে উৎসাহবোধ করতে পারে।

কোনো বিষয়ের ওপর থেকে উৎসাহ হারানোর কারণ যাই হোক না কেন, আসল কথা হলো বিষয়টির ওপর উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। এ কারণে প্রথমেই যে কাজটি করা দরকার তা হলো, ছাত্রদের কাছে জানতে চাইতে হবে তারা কেন পড়তে উৎসাহবোধ করছে না। সঠিক কারণ জানা গেলে তার সহজ সমাধানও সম্ভব।

পড়ায় উৎসাহ হারালে তার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে। অনিচ্ছা নিয়ে পড়া ঠিক নয়। দু'একদিন বইয়ের সাথে যোগাযোগ না থাকলেও ক্ষতি নেই। মন ভালো করার জন্যে প্রয়োজনে কোথাও বেরিয়ে আসতে পারেন।

www.purepdfbook.com

আপনি যদি একই বিষয়ের ওপর পড়তে পড়তে বিরক্ত হয়ে যান তা হলে দু'একদিন ওই বিষয়টি আর পড়বেন না। বই বন্ধ করে বেরিয়ে যাবেন ঘর থেকে। যেখানে মন চায় ঘুরে বেড়াবেন। মন ভালো হলে নিজেই টের পাবেন পড়ার টেবিল টানছে আপনাকে। মন থেকে পড়ার জন্যে তখন স্বতঃস্ফূর্ত ভাব চলে আসবে, দেখবেন আগের কঠিন বিষয়টা আর তেমন বিরক্তিকর লাগছে না। এ প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে রাখবেন ঃ

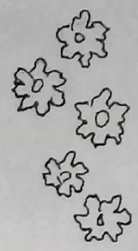

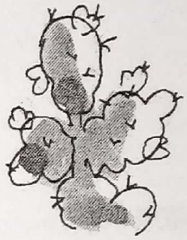

১। কর্মই জীবন।

২। ধৈর্য সাফল্যের চাবিকাঠি।

৩। নার্ভাসনেস আপনাকে এমন এক অন্ধগলিতে নিক্ষেপ করবে যেখান থেকে আর বেরুতে পারবেন না।

৪। আত্মবিশ্বাসের নৌকায় চড়ে ভেসে পড়ুন। নদী যতই গভীর আর উত্তাল হোক, ডুববেন না।

৫। সাফল্য পেতে হলে নিজের মন-মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি।

৬। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখান। ভালো না লাগলেও ভান করুন ভালো লাগছে। এতে একসময় বিজয়ী হবেন।

৭। উদ্দেশ্য যদি অকৃত্রিম হয় তা হলে আপনার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবেই।

৮। জীবন ফুলের বিছানা নয়, পদে পদে কাঁটা বিছানো। আর এই কাঁটা বিছানা পথ ধরে হেঁটেই নিজস্ব লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে।

৯। মনে উচ্চাশা পোষণ করুন। আত্মবিশ্বাস এবং পরম করুণাময়ের ওপর ভরসা রেখে সেই আশা পূরণের চেষ্টা চালিয়ে যান।

১০। পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। কঠোর সংগ্রাম করে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। তবে সংগ্রাম করতে হবে সঠিক পথে।

www.purepdfbook.com

পঠিত বিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার

কোনো বই পড়ার আগে সে বইয়ের লেখক সম্পর্কে জানা থাকলে বইটি পড়ার ব্যাপারে আলাদা একটা আগ্রহ জন্মে। এই আগ্রহটা কঠিন বিষয়ও সহজ করে দেয়। যেমন, বইয়ের লেখক যদি বিখ্যাত কেউ হন তা হলে তার ব্যাপারে আপনার স্বাভাবিক একটা কৌতূহল থাকতেই পারে। আর প্রিয় লেখকের লেখা পড়তে সাধারণত কেউ বিরক্ত হয় না। কাজেই আপনিও মনে মনে ভাবতে পারেন, 'আমি যেহেতু অমুক লেখকের লেখা পড়ে মজা পেয়েছি, কাজেই আমিও এমনভাবে লিখবো যাতে পরীক্ষক আমার লেখা পড়েও মজা পায়।' এটাই হলো পঠিত বিষয়ের যথাযোগ্য ব্যবহার। স্বনামখ্যাত লেখকদের কাছ থেকে আপনি শিখতে পারবেন কীভাবে একটি লেখা দিয়ে সবার মন জয় করা যায়।

এক্ষেত্রে যে কাজটি প্রথমে আপনাকে করতে হবে তা হলো কয়েক মিনিট বইটি উল্টেপাল্টে দেখবেন। তারপর যেসব বিষয় আপনার কাজে লাগবে সেগুলোর ওপর ভালোভাবে চোখ বুলাবেন। এতে সহজেই বুঝতে পারবেন, জানতে পারবেন বইয়ে কী কী বিষয় আছে।

কোনো পড়া প্রথমবারে মাথায় না ঢুকলে হতাশ হওয়া চলবে না। বারবার পড়তে পড়তে একসময় পড়াটা মাথায় ঢুকে যাবে। পঠিত বিষয় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করলে অনেক অজানা বিষয় বের হয়ে আসতে পারে।

প্রথমে বইটি একবারে পড়ে ফেলুন। বইয়ের বিষয়বস্তু প্রথমবারে বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার পড়ুন। দ্বিতীয়বারে বুঝতে কষ্ট হলে আবার পড়ুন। তৃতীয়বারেও পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে না পারলে চতুর্থবার চেষ্টা করুন। পুরোপুরি বুঝে না ওঠা পর্যন্ত পড়তেই থাকুন। এতবার পড়ার পরেও বইটি বুঝতে না পারলে ধরে নিতে হবে আপনি ফাঁকি দিচ্ছেন এবং নিজেকেই ঠকাচ্ছেন।

তবে বইয়ের সমস্ত বিষয় একেবারে ঠোঁটস্থ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এজন্যে বিষয় ভাগ করে, সংক্ষিপ্তভাবে পড়তে হবে। আর বিষয় ভাগ করার পরে বিষয়গুলো নিয়ে 'মিউচুয়াল কনভারসেশন' এ চলে যান কোনো বন্ধুর সঙ্গে। তাকে প্রশ্ন করুন, আপনাকে প্রশ্ন করতে বলুন। আর এই 'মিউচুয়াল কনভারসেশন'টা

www.purepdfbook.com

হতে পারে অফ ক্লাসের সময়। এতে আপনি এবং আপনার বন্ধু দু'জনেই যথেষ্ট উপকৃত হবেন। কারণ, পরস্পরকে পঠিত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করার সুবাদে আপনারা নতুন নতুন অনেক কিছুই শিখতে পারছেন। আর এ বিষয়টি আপনার শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলার কারণে লিখতেও পারবেন ভালো।

কাজেই বন্ধুর সাথে প্রতিদিন নানা বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসে যান। এবং রাতে সেগুলো লিখে ফেলুন। কারণ, বেশি বেশি লিখলে লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। আর একটা কথা আছে--একবার লেখা উনিশবার পড়ার সমান। পরীক্ষায় সঠিকভাবে লিখতে পারাটা খুবই প্রয়োজনীয়। শুধু পরীক্ষার খাতায় নয়, সুষ্ঠু, সুন্দর লেখা সব জায়গাতেই মূল্য পেয়ে থাকে।

বুদ্ধিমান ছাত্র পড়ার সময় কী করবে ?

বই হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার। একজন ভালো ছাত্রের সব সময়ই বেশি বেশি পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। তবে শুধু পড়ার জন্যে পড়লেই হবে না। বই পড়তে হবে একটি উদ্দেশ্য নিয়ে। খামোকা কোনো বই পড়ে লাভ নেই। বরং তাতে সময়টাই নষ্ট হবে। পড়তে হবে সেসব বই যা আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করে, যা আপনার প্রয়োজনীয়।

একজন ভালো ছাত্রের জানা আছে কীভাবে বই পড়তে হয় এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় বিষয় বের করে আনতে হয়। একজন ভালো ছাত্র জানে সে যা পড়ছে সেখান থেকে তার কোনো কোনো বিষয় নোট করে রাখা দরকার। তার জানা আছে পঠিত বিষয়ের ব্যাখ্যা সে কীভাবে দেবে।

একজন ভালো ছাত্র এও জানে পঠিত বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত কীভাবে সংরক্ষণ করতে হয়। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। নয়তো যা পড়েছেন তা কয়েকদিন পরে ভুলে গেলে পড়াটা কোনো কাজেই লাগবে না। পুরো ব্যাপারটা হবে

www.purepdfbook.com

পণ্ডশ্রম। একজন সচেতন পাঠকের জানা আছে 'পড়ার শিল্প' কি জিনিস, জানা আছে পড়াটা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে না পারলে সে পড়ার কোনো মানে নেই।

রিডিং ম্যাটারিয়েল বা পড়ার বিষয়বস্তু লাভজনক পন্থায় কীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব? বিশেষ করে পরীক্ষার ক্ষেত্রে। আসলে এই অভ্যাসটা স্কুল জীবন থেকেই সবার করা উচিত। ধীরে ধীরে অভ্যাসটা বাড়বে। এবং ভবিষ্যতের এ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারে এ অভ্যাস অবশ্যই সুফল বয়ে আনবে।

কোনো কোনো ছাত্রের অভ্যাস জোরে জোরে পড়া, কেউ পড়ে মনে মনে। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠক পাঠ্যবিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কেউ আস্তে পড়ে, কেউ দ্রুত। এতে পার্থক্য খুব কমই। দ্রুত বা আস্তে যেভাবেই পড়া হোক না কেন বিষয়টি মগজে ঢোকাতে না পারলে কোনোই লাভ নেই।

তবে বই পড়ার অভ্যাসটি নিয়মিত করা চাই। এতে সুফলই বেশি। পড়ার সময় কোনো কোনো বিষয়ের কোনো অংশের বাগবিধি বুঝতে কারো কারো কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে অনেকে যা করে তা হলো ওই বিষয়ের কঠিন অংশটা আর পড়েই না, এড়িয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। এই ফাঁকিটা কাকে দিচ্ছি আমরা? নিজেদেরকেই তো? ফাঁকি দিয়ে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কথায় আছে 'একবার না পারিলে দেখ শতবার'। কাজেই কোনো বিষয় কঠিন লাগলে সেটা বারবার পড়তে হবে, লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে চেষ্টা চালালে কঠিন জিনিসও একসময় বোধগম্য হয়ে উঠবে। ভালো, বুদ্ধিমান ছাত্ররা কিন্তু এ কাজটাই করে। শুধু ফাঁকিবাজরাই ফাঁকি দেয়।

পড়ার কোনো অংশ দুর্বোধ্য মনে হলে ফেলে রাখাটা বোকামি। বারবার পড়তে হবে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পড়তে হবে। পঠিত বিষয় নিয়ে নিজে নিজে গবেষণা করতে হবে। প্রশ্ন তৈরি করে নিজে নিজেই তার উত্তর খুঁজে বের করুন।

প্রতিটি ছাত্রের অনুসন্ধিৎসু একটা মন থাকা দরকার। যে বিষয়টি পড়বেন, সে বিষয়ের ওপর নানা প্রশ্ন নিজে নিজেই তৈরি করবেন। ছোটো ছোটো প্রশ্ন করে উত্তর বই থেকে খুঁজে নেবেন। এতে পড়াটা আনন্দের হয়ে উঠবে, দ্রুত লেখাও হয়ে যাবে। অনুসন্ধিৎসু মন না হলে, কৌতূহল না জাগলে যা পড়বেন তা স্রেফ পড়ার জন্যেই পড়ে যাবেন। জ্ঞানার্জন হবে না কিছুই।

www.purepdfbook.com

কিছু কিছু বই খুব কঠিন। এসব বইয়ের কোনো কোনো শব্দ থাকে দুর্বোধ্য। এক্ষেত্রে দুর্বোধ্য শব্দের অর্থ জানতে অভিধানের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কাজেই হাতের কাছে সবসময় অভিধান রাখবেন। মোটকথা ছাত্ররা যে বিষয় পড়বে, সেই বিষয়টির খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু তাদের নাগালের মধ্যে থাকতে হবে। আর এটা খুবই প্রয়োজনীয়। মনে রাখবেন 'সুপরিকল্পিত পড়াশোনা' একটি বিশেষ সম্পদ যা ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার কাজে যথেষ্ট সহযোগিতা করে থাকে।

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পড়াশোনা

পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পড়াশোনা বলতে বোঝানো হচ্ছে অডিও ভিজুয়াল বিষয়টিকে। বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আজকাল খুবই সহজলভ্য বিষয়। প্র্যাকটিকাল ক্লাসে তারা মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ ইত্যাদি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। বই পড়ে একটি বিষয় জানার চেয়ে অনেক কম সময়ে প্র্যাকটিকাল ক্লাসে তারা হাতে-কলমে সেই জিনিসটি শিখতে পারছে।

বিজ্ঞান আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর। নীরস একটি বিষয় বইয়ে পড়তে ভালো না লাগলে, টিভি পর্দায় সেই বিষয়ের ওপর সচিত্র প্রতিবেদন দেখলে বিষয়টি সহজবোধ্য এবং সরস হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীর কাছে। কাজেই অডিও ভিজুয়ালের এই সুবিধাটুকু সবারই গ্রহণ করা উচিত। বলা যায়, অডিও ভিজুয়ালের কারণে পড়াশোনার বিষয়টি আজকাল আগের চেয়ে সহজবোধ্য হয়ে উঠছে। আর ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্টগুলো যাতে আরো চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে শিক্ষকদেরকে এবং পাঠ্যবিষয়কে আরো চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্যে অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমটিকে যথাযথ কাজে লাগাতে হবে। এ মাধ্যম শিক্ষার্থীর কাছে যাতে কোনোভাবেই বিরক্তিকর হয়ে না ওঠে সেদিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে।

পঠিত বিষয়ের ভিডিও চিত্র থাকলে তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে।

www.purepdfbook.com

নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা

ছাত্ররা পরীক্ষার আগে বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে অস্পষ্ট একটা ধারণা পেয়ে থাকে। তবে শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোই পড়তে হবে এবং অন্যগুলোর দিকে ফিরেও তাকানোর দরকার নেই, এটা ভাবা ভুল।

কোনো পরীক্ষার জন্যে তৈরি হবার প্রাথমিক কাজটা হলো গত পাঁচ বছরের প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করা। একটু চেষ্টা করলেই এগুলো যোগাড় করা সম্ভব। আর যোগাড় করার পর প্রশ্নপত্রগুলো একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন ওগুলোর মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। একবছর যে প্রশ্নটা এসেছে, পরের বছর সেটা আসেনি। আবার কোনো কোনো প্রশ্ন প্রায় প্রতিবছরই আসে। প্রশ্নপত্রগুলো ঘাঁটলে সামনের পরীক্ষায় কী কী আসতে পারে তার মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। এই ধারণা পাবার পরে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকুন।

ইদানীং পরীক্ষায় সিলেবাসের প্রায় প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে। ফলে যারা নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন পড়ে যায় তারা রীতিমতো চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে। এক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিটি অধ্যায়ই ভালোভাবে পড়তে হবে।

ছাত্ররা সাধারণত ধরে নেয় রচনামূলক প্রশ্নগুলোর পুনরাবৃত্তি হবে। আর এজন্যে তারা বিশেষ কিছু রচনামূলক প্রশ্ন ঠোঁটস্থ করে রাখে। এটা বিপজ্জনক একটি প্রক্রিয়া। কারণ, সবসময়ই যে বিশেষ কিছু রচনামূলক প্রশ্ন তাদের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, অর্থাৎ এক বছর বা দুই বছর বাদে আসবে, এরকম নিশ্চয়তা কিন্তু আজকাল দেওয়া যাচ্ছে না।

প্রতিবছরই যে একই ধারায় প্রশ্ন হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত থাকা মোটেই ঠিক নয়। সুতরাং প্রস্তুতি নিতে হবে ব্যাপকভাবে। প্রশ্নকর্তারা যেন কোনোভাবেই আটকাতে না পারে।

www.purepdfbook.com

কীভাবে প্রশ্ন নির্বাচন করবেন

আগে দেখবেন স্কুল-কলেজ বা ভার্সিটির পরীক্ষায় বিগত বছরগুলোতে কী ধরনের প্রশ্ন এসেছিলো। তারপর সেসব প্রশ্ন দেখে, বন্ধু-বান্ধবের সাথে আলাপ করে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারবেন আগামীতে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে।

তবে একটা বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে কোনো কোনো ভার্সিটিতে প্রশ্ন রিপিট করে। যারা প্রশ্ন রিপিট করে না সেসব কলেজ বা ভার্সিটি ছাত্রদেরকে মুখস্থ করার প্রতি নিরুৎসাহিত করে। কাজেই প্রশ্নের ধরন দেখলেই মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে কারা মুখস্থবিদ্যাকে উৎসাহিত করে অর্থাৎ প্রশ্ন রিপিট করে আর কারা করে না।

আজকাল স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে অবজেকটিভ টাইপের প্রশ্ন করা শুরু হয়েছে। এতে একটা সুবিধা হয়েছে যে, ছাত্রদেরকে বিশেষ কোনো বিষয়ের খুঁটিনাটি জানার জন্যে ওই বিষয়টি খুব ভালোভাবে পড়তে হচ্ছে।

সে যাহোক, প্রতিটি ছাত্রেরই উচিত প্রতিটি বিষয় থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাছাই করা। আর বিষয়টি যদি হয় 'মানবিক বিভাগ' থেকে, প্রশ্ন বাছাই করা সেখানে সুবিধাজনক। তবে ওই বিশেষ কিছু প্রশ্নই যে আগামী পরীক্ষায় আসবে তার নিশ্চয়তা কিন্তু কেউই দিতে পারে না। এ কারণে আমাদের পরামর্শ হলো যতটা সম্ভব পরীক্ষার ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন বেশি বেশি প্রশ্ন পড়ে।

আরেকটা কথা হলো কীভাবে ওই প্রশ্নগুলো তৈরি করবেন। এ বিষয়টি নিয়ে একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তবে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার জন্যে অখ্যাত গাইড বই ব্যবহার করবেন না। বেশিরভাগ ছাত্র একই নোট পড়ে লিখে বলে পরীক্ষক সেই লেখা পড়ে বিরক্ত বোধ করেন। তার হাত দিয়ে নম্বর উঠতে চায় না। এক্ষেত্রে আপনি যা করতে পারেন তা হলো বাজারের সবচেয়ে ভালো কয়েকটি গাইড বই যোগাড় করে, তা পড়ে নিজে নিজে উত্তর তৈরি করা। মনে রাখবেন কাউকে দিয়ে নোট করালে বা কারো করা নোট নিয়ে এসে পড়ার চেষ্টা করলে সেটার ভেতরে

বিগত বছরের প্রশ্ন মিলিয়ে একটা সাজেশন তৈরি করা যেতে পারে। সব সময় চেষ্টা করতে হবে নিজে নোট করতে। দশটা নোট পাশে রেখে তার সাথে নিজের ধারণা মিলিয়ে যে নোটটা তৈরি হবে সেটাই হতে পারে কোনো ছাত্রের পরীক্ষাপারের সেরা বৈতরণী।

www.purepdfbook.com

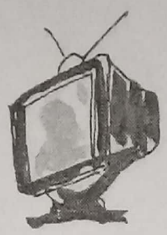

ঢোকা এবং মনে রাখা অত্যন্ত কষ্টকর একটি ব্যাপার। কিন্তু নিজের নোট বা সার-সংক্ষেপ যখন তৈরি করছেন তখনই বিষয়টি আপনার মাথার ভেতর গেঁথে যাচ্ছে। কারণ, তৈরি করার সমস্ত আয়োজন তো আপনার মাথার মধ্যেই আছে। কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাজারের নোটবই বা অন্যের তৈরি নোট যতই ভালো হোক না কেন, আপনার জন্যে সেটা ততো ভালো নয়, যতটা ভালো আপনার নিজের করা নোট। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে বাজারের সেরা গাইড বা নোটবইগুলো সামনে রেখে নিজের মতো করে একটা নোট তৈরি করবেন।

আপনার বেশিরভাগ পরীক্ষা হবে লিখিত। কাজেই যে ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলোর উত্তর লিখতে হবে আপনাকে। আর এ ব্যাপারে পূর্বপ্রস্তুতি থাকলে আর ভাবতে হবে না। দিব্যি তরতর করে লিখে যেতে পারবেন।

চিত্তবিনোদন

পড়াশোনার সঙ্গে চিত্তবিনোদনের ব্যাপারটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শুধু একটানা পড়লে চিত্তবৈকল্য ঘটতে পারে। আমি একটি মেয়েকে জানতাম যে পরীক্ষার সময় প্রতিদিন কুড়ি ঘণ্টা করে পড়তো। পড়তে পড়তে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে আর পরীক্ষাই দেওয়া হয়নি তার। কাজেই শুধু বইয়ের মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকলে চলবে না, চিত্তকে বিনোদিত করতে হবে।

বই নির্বাচন খুব জরুরি একটি বিষয়। আগে বিষয় ঠিক করতে হবে। তারপর সেই বিষয়ের ওপর ভালো লেখকদের ভালো বইয়ের একটা তালিকা করে ঠিক করতে হবে আপনি কি পড়বেন।

ছাত্রজীবন হলো ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়ে তোলার সূতিকাগার। একজন ছাত্র ভবিষ্যতে কী পেশা বেছে নেবে তার অনেকটাই নির্ভর করছে ছাত্রজীবনে সে কী নিয়ে পড়াশোনা করছে তার ওপর। যদিও আমাদের দেশে রসায়নের ছাত্রদের ব্যাংকে চাকুরি করতে হয়।

যাহোক, কথা হচ্ছিলো চিত্তবিনোদন নিয়ে। নিজেকে বিনোদিত করার প্রচুর উপাদান ছিটিয়ে আছে চারপাশে। পড়তে ভালো না লাগলে সিনেমায় যেতে পারেন। তবে এই যাওয়াটা যেন অতিরিক্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। অনেক বাবা-মা আছেন যারা

www.purepdfbook.com

সারাক্ষণ ছেলে-মেয়ের পেছনে ঘ্যানঘ্যান করতে থাকেন এটা পড়ো, ওটা কেন করোনি বলে। সারাক্ষণ টেবিলে মাথা গুঁজে থাকলে তার ফল কিন্তু শুভ হয় না। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। বিদ্রোহী মন নিয়ে আর যাই হোক পড়ায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব না। কাজেই যখন পড়ার প্রচণ্ড চাপ পড়বে, মাথাটাকে হালকা করার জন্যে আপনার পছন্দের কোনো বিনোদনকে বেছে নেবেন। মন বিনোদিত হলে পড়াটা ভালো হবে।

বইয়ের পোকা হওয়া ভালো নয়

'বই-পোকা' বলে একটা কথা আছে। যারা সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে তারাই হলো 'বই-পোকা'। পড়া একটি ভালো অভ্যাস। কিন্তু 'বই-পোকা' হওয়া ভালো নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে 'বই-পোকা'রা গোগ্রাসে বই পড়ছে। এক রাতে একটা বই সাবাড় করে ফেলে তা আবার গর্ব করেও বলে। কিন্তু বইটা হজম করতে পারেনি। অর্থাৎ বইয়ের বিষয়বস্তু মাথায় ঢোকেনি। এতে কোনো লাভ হলো ?

বেশি বেশি বই পড়ুন ক্ষতি নেই। প্রবাদ আছে--দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো। আর জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে বইয়ের বিকল্প নেই। কিন্তু সে পড়াটা যেন পড়ার মতো হয়। আর গ্রন্থ নির্বাচন এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি ভূমিকা রাখে। আজেবাজে, সস্তা বই পড়ে আসলে কোনো লাভ হয় না।

কাজেই বই নির্বাচন করবেন বুঝেশুনে। এমন বই পড়বেন যার মধ্যে শেখার কিছু আছে। মনে রাখবেন জীবন চলার পথে প্রতিটি ঘণ্টাই মূল্যবান। আর এই মূল্যবান সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হলে সঠিক বইটি নির্বাচন করুন। আর দ্রুতগামী পাঠক হিসেবে বাহবা কুড়াবার জন্যে একরাতে একটি বই শেষ করে ফেলার মধ্যে খুব বেশি ক্রেডিট কিন্তু নেই যদি না বইটি আপনি বুঝতে পারেন। 'বই-পোকা' কথাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আলতু-ফালতু বই পড়ে 'বই-পোকা' হবার সত্যি কোনো মানে নেই।

সময়ের চেয়ে দামি কিছু নেই। ছাত্রজীবনে সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে না পারলে পরে পস্তাতে হবে। সময়ের দাবি মিটিয়ে গেলে সাফল্যের পেছনে ছুটতে হবে না, সাফল্য আপনার পেছনে ছুটবে।

www.purepdfbook.com

আলস্য

জীবন মহামূল্যবান। সময় অমূল্য। কাজেই এই মূল্যবান সময়কে হেলাফেলায় নষ্ট না করে যথার্থ কাজে লাগান। এতে গোটা জীবনই আপনার সুষ্ঠু এবং সুন্দর হয়ে উঠবে।

একটু আগেই বলা হয়েছে নিরর্থক বই-পোকা হয়ে লাভ নেই। পড়ুন। যতক্ষণ বুঝতে পারবেন পড়ে যান। আর ক্লান্তি চলে আসার পরেও টেবিলে বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকলে কিন্তু লাভ হবে না। তখন কিছুই ঢুকবে না মাথায়।

ছোটোবেলায় নিশ্চয়ই পড়েছেন 'সময় এবং স্রোত কারো জন্যে অপেক্ষা করে না'। কাজেই সময়ের যতটা সদ্ব্যবহার করা সম্ভব, করে যান। ছাত্রজীবনে সময়কে যথাযথ কাজে লাগাতে না পারলে জীবনের বাসটাকে ধরতে পারবেন না। তখন সারাটা জীবন যাবে আফসোস করে।

ভালো ছাত্ররা তাদের সময়ের সদ্ব্যবহার করতে জানে। আলস্যে তারা সময় কাটায় না। মনে রাখবেন যখন বড়ো হবেন, প্রচুর দায়িত্ব এসে চেপে বসবে কাঁধে। এগুলো এড়াতে পারবেন না। যদি সময়ের মূল্য দিতে পারেন, যতই দায়িত্ব আসুক, সামাল দিতে কষ্ট হবে না। কিন্তু আলস্যে সময় কাটালে চোখে অন্ধকার দেখবেন। জানেন কি ওই কথাটা 'ছাত্রজীবন হলো কোনো মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়'। এই সময় একজন মানুষ তার ক্যারিয়ার গড়ে তোলার সুযোগ পায়। কাজেই আবারো বলছি এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাবেন না। সময়ের দাম দিন। সময় এবং শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে এগিয়ে যান। আপনাকে সাফল্য খুঁজতে হবে না, সাফল্য আপনাকে খুঁজে নেবে।

পড়তে ভালো না লাগলে কেন ভালো লাগছে না সেটা খুঁজে বের করতে হবে। মূড নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভালো ফল আশা করা বৃথা।

কোনো বই পড়ার আগে তার ভূমিকা পড়ে নেওয়া ভালো। এতে লেখকের সাথে পাঠকের যোগাযোগটা সহজ হয়। লেখক কী বলতে চাচ্ছেন সেটা সহজেই ধরা যায়।

মূড নিয়ন্ত্রণ করুন

আপনি মূড বা মন-মেজাজের দাস হবেন না। মূড ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। মূড আপনার মনকে এমন বিক্ষিপ্ত করে তুলতে পারে যা আপনার ক্যারিয়ার গঠনের জন্যে হয়ে উঠতে পারে প্রধান অন্তরায়।

www.purepdfbook.com

একেক সময় একেক জনের মূড একেক রকম থাকে। কেউ স্ফূর্তিতে থাকে, কেউ বিষণ্ন। আর পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না বলে অনেকে পড়তেও চায় না। মন বিক্ষিপ্ত থাকলে মনোযোগ আসার কোনো কারণ নেই। আর বিক্ষিপ্ত মনে কোনোকিছুই ভালো লাগে না। দেখা যায় কোনো কাজ যদি করতে ভালো না লাগে, যদি বিরক্তি বা একঘেয়েমির কারণ ঘটে, তখন সেই কাজে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে আপনাকে মনের অস্থিরতা দূর করতে হবে। চঞ্চলতা পরিহারের চেষ্টা করুন। পড়তে বসার আগে হাত-মুখ ধুয়ে বসুন। এতে অস্থির ভাব দূর হয়। আর কোনো কাজ করতে ভালো না লাগলে সেটা কেন ভালো লাগছে না তার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। অনেক সময় জোর করে মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করলেও মনোযোগ দেওয়া যায়। আর এক্ষেত্রে কাজটা পছন্দ করতে হবে আপনাকে। জোর করে হলেও। মনে রাখবেন কাজ পছন্দ হলে কাজে মন বসাতে হয় না, কাজই মনকে টেনে নেয়।

আপনি জানেন ধীর-স্থির ব্যক্তিরাই প্রতিযোগিতায় জিতে যায়। কাজেই মূডটাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। প্রতিদিন পড়তে বসুন। অল্প হলেও পড়ুন। পড়ার সাথে লেগে থাকলে পড়া আপনার হবেই। তখন বিক্ষিপ্ত মনও আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

পড়ার আনন্দ

বই পড়তে হবে মনে স্ফূর্তি নিয়ে। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে চলুন। এতে মনের আনন্দ বৃদ্ধি পাবে।

পড়া অনেক রকমের হতে পারে। মোটামোটা বই গিলেও অনেকে কিছুই মনে রাখতে পারে না। আবার বইয়ে একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে কেউ কেউ বলে দিতে পারে কোন অধ্যায়ে কী আছে। এটাই হলো পড়ার আনন্দ। ভালো ছাত্র হতে হলে দ্বিতীয় কৌশলটা অবলম্বন করতে হবে। এমনভাবে পড়বেন যেন ওই বই থেকে কিছু লিখতে দিলে একটানে তা লিখে দিতে পারেন। পড়ার সময় কোনো কোনো জায়গায় খটকা বেঁধে যেতে পারে, কঠিন মনে হতে

www.purepdfbook.com

পারে জায়গাটা। পড়তে পড়তে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে থাকুন। দেখবেন খটকাটা কেটে গেছে।

আনন্দ নিয়ে পঠনকে বলা হয়েছে 'অ্যাসেট'। আর আনন্দহীন পড়াকে বলা হয়েছে 'লায়াবিলিটি' বা বোঝা। বইয়ের সেসব বিষয় আগে পড়ুন যা পড়তে ভালো লাগছে। আর পড়া শুরু করার আগে বইয়ের ভূমিকায় একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন। এ বিষয়ে আমরা আগেও বলেছি যে বইয়ের ভূমিকা পড়লে বইটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা পাওয়া যাবে যা বইয়ের ভেতরের বিষয় বুঝতে সহায়ক হবে। আর পড়ার সময় যদি বই থেকে কিছু নোট করার প্রয়োজন হয় সে জন্যে আগেই হাতের কাছে কাগজ-কলম রেডি রাখবেন। ধৈর্য ধরে বই পড়ার সুফল আপনি অবশ্যই পাবেন।

আত্মবিশ্বাস

আত্মবিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। পরীক্ষার সিলেবাস দেখে অনেকে আগেভাগে সারেন্ডার করে বসে। বলে 'ও বাবা! এত পড়া আমি কিছুতেই শেষ করতে পারবো না।' আর এরকম আত্মবিশ্বাসহীন, ভীরু মনের ছাত্র যে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারে না তা বলা বাহুল্য। লেখাপড়াকে ভয় করলে পরীক্ষায় ভালো করা যায় না। আত্মবিশ্বাসের জোরে মানুষ কত কী অসম্ভবকে সম্ভব করে ফেলে আর আপনি সিলেবাসের কয়েকটা বই পড়ে মনে রাখতে পারবেন না? আপনার সহপাঠীরা পারলে আপনিও নিশ্চয়ই পারবেন। পড়াশোনার প্রতি আন্তরিক থাকলে পরীক্ষা নিয়ে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। সিলেবাস দেখে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। মনটাকে শক্ত করে বাঁধুন। বলুন যে পারবেন। মন থেকে ভয়-ভীতি সব ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিন।

সাফল্যের প্রথম শর্ত আত্মবিশ্বাস। যে-কোনো চ্যালেঞ্জ জয় করার সাহস রাখতে হবে মনে। সব সময় ভাবতে হবে আপনার পক্ষে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।

পড়াশোনায় ভালো করার পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করছে আত্মবিশ্বাসের ওপর। আপনি যদি শুরুতেই বলেন, 'এত সব কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট আমাকে দেওয়া হয়েছে যে জীবনেও আমি এটা শেষ

www.purepdfbook.com

করতে পারবো না,' তা হলে কিন্তু আপনি হেরে গেলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে যদি কিছু থাকে, সব বরবাদ হয়ে যাবে এই মনোভাবের কারণে। এ ধরনের আত্মবিশ্বাসহীনতা থাকা কোনো ছাত্রেরই উচিত নয়। আত্মবিশ্বাসহীনতা ব্যর্থতার দিকে টেনে নিয়ে যায় মানুষকে।

লেখাপড়া শুরু যখন করেছেন, শত বাঁধা এলেও তা শেষ করতে হবে--এরকম মনোভাব নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে আপনাকে। তা হলে কঠিন বিষয়গুলোও দেখবেন একসময় পানির মতো সহজ লাগছে। পাঠ্যসূচিকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে নিয়ে তাতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন না। দুর্বল মন নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জেই জেতা যায় না, এ সহজ সত্যটা আপনাকে নতুন করে মনে করিয়ে দিতে হবে না নিশ্চয়ই। আর সব ধরনের চ্যালেঞ্জেই প্রচুর বাঁধা-বিপত্তি আসে। এগুলোকে ডিঙিয়ে যেতে না পারলে আপনি কেমন আত্মবিশ্বাসী? একবার ভয় পেয়ে গেলে দেখবেন একটার পর একটা বাধা আরো ভয়াবহ চেহারা নিয়ে হাজির হয়ে যাচ্ছে আপনার সামনে। মনে রাখবেন আত্মবিশ্বাস এবং ধৈর্য সাফল্যের একমাত্র সিঁড়ি।

আত্মবিশ্বাসী হতে হলে প্রথমেই মন থেকে সমস্ত নার্ভাসনেস ঝেঁটিয়ে দূর করে দিতে হবে। কোনো কারণেই নার্ভাস হবেন না। আপনি জানেন আমরা কেউই পারফেক্ট নই। পারফেকশনের জন্যে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। বাধা-বিঘ্নকে মেনে নিয়ে, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে পৌঁছতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

নার্ভাসনেস ভীতু মানুষকে একদম শেষ করে দেয়। আপনি নার্ভাস হবেন না। শান্ত এবং সংযত থাকুন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন, ভরসা রাখুন সৃষ্টিকর্তার ওপর। তারপর কাজে নেমে যান। নিজের কাজের প্রতি আন্তরিক এবং সৎ থাকলে সৃষ্টিকর্তা আপনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে সাহায্য করবেন। কাজেই ঠিক পথে ধাবিত হবার চেষ্টা করুন। সফলতা আসবেই। ঠিক পথে এগোলে আপনার সাফল্য কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, এটাও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করুন।

www.purepdfbook.com

কীভাবে বিষয় নির্বাচন করবেন

ছাত্ররা সাধারণত একটা বই পেলেই পড়া শুরু করে দেয়। হয়তো বইটা সম্পর্কে তার কোনো বন্ধু বা শিক্ষক বললো পড়তে; সেও তাই করলো। বইটি উল্টেপাল্টে দেখার প্রয়োজনও বোধ করলো না আসলে ওর মধ্যে কী আছে কিংবা বইটি সত্যি তার কতটা কাজে লাগতে পারে। যাই পড়ুন, আগে জেনে নেবেন ওই বিষয়টি আপনার সত্যি কাজে লাগবে কিনা বা বইটি পাঠ করার আদৌ দরকার আছে কিনা।

লাইব্রেরিতে শুধু টেক্সট বই-ই থাকে না, নানারকম বই থাকে। লাইব্রেরির কিছু বইয়ের কোনো কোনো অধ্যায় খুব ভালো হয় আবার কিছু অধ্যায় শিক্ষার্থীর কাজে নাও লাগতে পারে। কাজেই বই এবং বিষয় নির্বাচন অত্যন্ত জরুরি। আর এসব বিষয় ঠিক করে নিলে আজেবাজে বই পড়ার ঝক্কির হাত থেকে বেঁচে যাবেন। আর কী কী বই আপনার পড়তে হবে বা সিলেবাসটা জানা না থাকলে শিক্ষকের কাছে যান। তিনি আনন্দের সাথে আপনাকে সাহায্য করবেন।

সব ধরনের বই পেলেই যেমন পড়া উচিত নয় তেমনি বইতে যেসব বিষয় আছে তা নোট করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তা ছাড়া কাজটা যথেষ্ট কঠিনও। কারো পক্ষেই গোটা বইয়ের খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। এ কারণে শিক্ষকের সাহায্যে নির্বাচন করতে হবে কী কী বিষয় পড়া দরকার, কী কী নয়। তবে কোনো কোনো ছাত্রের সব রকম বই-ই পড়তে হয়, সিলেবাসের বাইরেও তাকে যেতে হয়। সেটা ভিন্ন কথা। যত বেশি পড়বেন ততোই জানতে পারবেন। কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ নিয়মটা সবসময় প্রযোজ্য নয়। পরীক্ষার সময় অপ্রয়োজনীয় বই পড়ে জ্ঞানার্জন সময়ের অপচয় মাত্র। এক্ষেত্রে প্রতিটি ছাত্রেরই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

পরীক্ষার জন্যে সব সময় সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বইই পড়তে হবে। আজেবাজে বই পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই। কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে সরাসরি শিক্ষকের কাছে চলে যাওয়া ভালো। এতে শিক্ষক খুশি হবেন।

বই পড়বেন বেছে এবং ভালো ভালো বই অবশ্যই। বিশেষ করে সেসব বই যা আপনার পাঠ্যসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত। ভালো বই থেকে নোট করলে তা থেকে ভালো নম্বরও আশা করা যায়। বই

www.purepdfbook.com

আমাদের জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করে। কাজেই আমাদের ভালো পাঠক হওয়া দরকার। বিষয় নির্বাচন করে বই পড়বেন তাতে সময় বাঁচবে, পরিশ্রম কম হবে। তবে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কাছে যেতে কখনো দ্বিধা করবেন না।

পড়ার ধরন

আমরা সবসময়ই বলি শিক্ষকদের সাথে আলোচনা করে নেবেন কোনো বিশেষ বিষয়ের ওপর কোন লেখকের বই ভালো হবে তা নির্বাচন করার জন্যে। শিক্ষকরা এ বিষয়ে হতে পারবেন আপনার সেরা গাইড। আর ইংরেজিতে বলা হয় 'A guided study is the best study'।

কখনো কখনো শিক্ষকগণ বিশেষ কিছু চ্যাপ্টার পড়তে বলেন তাঁর ছাত্রদেরকে। এসব চ্যাপ্টার পড়ে আপনি আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারেন। কখনো বা নির্দিষ্ট কিছু বই পড়তে বলেন তারা। এসব বই লাইব্রেরিতে পেতে পারেন।

সব সময় সেরা বিষয়টি নির্বাচন করবেন, এতে বিষয়ের সাথে তাল মিলিয়ে এগোতে পারবেন লক্ষ্যের দিকে। ক্লাসে যে বই পড়ানো হয় তারচেয়ে উচ্চতর কোনো বই বেছে নিন নোট করার জন্যে। যেমন এস.এস.সি'র ছাত্ররা ইতিহাসের কোনো বিষয় নোট করার জন্যে এইচ.এস.সি পর্যায়ের বই বেছে নিতে পারে। উচ্চতর বই উচ্চতর আইডিয়া দেবে আপনাকে। ক্লাসে যে বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে, গড় ছাত্ররা যা জানছে, উচ্চতর বই পড়া থাকলে তারচেয়ে অনেক বেশি জানতে পারছেন আপনি। আর এই জানাটা ভালো ছাত্র হবার জন্যে এবং পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে খুবই জরুরি।

বই এবং অধ্যায় নির্বাচন করার পরে আপনার কাজ হবে ওই বিষয়ের ওপর যতটা কম পড়া যায় সে রকম বই সংগ্রহ করা। কোনো নির্দিষ্ট টপিকের ওপর হয়তো প্রচুর পড়লেন, নোট করার সময় কিন্তু ওই প্রচুর বই-ই সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে। কারণ, এতগুলো বই থেকে নোট করতে গেলে আপনি হিমশিম খেয়ে

একই সাবজেক্টের ওপর বেশি বই পড়ে অনেক সময় বিপদ হতে পারে। নোট তৈরি করার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তহীনতা পড়ার গতি শিথিল করে দিতে পারে।

www.purepdfbook.com

যেতে পারেন। আর নোট করার ব্যাপারে বিভিন্ন দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ধরুন আপনি ক্লাসনোট নেবেন। ক্লাসনোট নিতে হলে ক্লাসে রোজ যা পড়ানো হবে সেটা ক্লাস শুরুর আগেই আপনাকে একবার পড়ে নিতে হবে। এর সুবিধা হলো শিক্ষক ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময় যা বলবেন তা বইয়ে না থাকলে টের পেয়ে যাবেন আপনি এবং নোট নিতে পারবেন। আর ক্লাসের নোটগুলো রাতে, বাড়িতে বসে পড়ে ফেলবেন। বই আর নোট মিলিয়ে আলোচ্য বিষয়ে পরীক্ষায় আসতে পারে এমন সব প্রশ্নের উত্তর লিখে ফেলুন। কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি থাকলে সেগুলো শিক্ষককে দিয়ে শুধরে নিতে ভুল করবেন না।

নোট লেখারও কিন্তু নিয়ম আছে। যেমন বড়ো বড়ো গোটা অক্ষরে লিখবেন যাতে পড়তে কোনো অসুবিধে না হয়। নোট যতটা সম্ভব সংক্ষেপ করবেন। আর নোট লিখতে হবে দ্রুত। ছাড়া-ছাড়াভাবে লিখলে পরে সেই নোট পড়তে কষ্ট হবে না।

বাসায় বসে নোট করার সময় ক্লাসের লেকচার নোটের সাথে বইয়ের বিষয় মিলিয়ে নোট বানাবেন। এতে তথ্যবহুল হয়ে উঠবে আপনার লেখা। আর কোনো বিষয়ে নোট তৈরি করার সময় সে বিষয় সংক্রান্ত লেটেস্ট পত্র-পত্রিকা হাতের কাছে থাকলে আরো ভালো। আর বিষয়টি যদি বিতর্কিত হয়, শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তাকে দেখান অমুক অমুক পয়েন্ট আপনার কাছে বিতর্কিত মনে হচ্ছে। এখন কী করবেন ? শিক্ষক বাতলে দেবেন সমাধান। আর শিক্ষকের সাথে ক্লাসনোট বা অন্য যে-কোনো নোট নিয়ে আলোচনাটা জরুরি এই কারণে যে, এতে নোটের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতর হয়ে উঠবে।

প্রতিটি বিষয়েই মজার মজার কিছু না কিছু টপিক থাকে। এসব বিষয় নিয়ে ক্লাসে প্রশ্ন করুন শিক্ষককে, কোনো কিছু জানার থাকলে নির্দ্বিধায় জেনে নিন তার কাছ থেকে। মনে রাখবেন শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে প্রশ্ন শুনতে পছন্দ করেন। বিরক্ত হন না কখনো। এতে তারা মনে করেন ছেলেটি তার বক্তৃতা মনোযোগ দিয়েই শুনছে।

নোট করার সময় দৃষ্টি রাখতে হবে চতুর্দিকে। ক্লাসনোট বেশি করে ফলো করুন। শিক্ষক ক্লাসে যে কথাগুলো বলেছেন সেগুলো ছাত্রের খাতায় পেলে তিনি খুশি হবেন। আর পরীক্ষক খুশি হবার মানে তো বোঝেনই।

www.purepdfbook.com

প্রাসঙ্গিক বিষয়ের বিশ্লেষণ

লক্ষ করা যায় পরীক্ষা কাছে এলেই বেশিরভাগ ছাত্র তাড়াহুড়ো করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তখন তারা শুধু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং তার উত্তরের দিকে দৃষ্টি দেয়। সমস্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করা বা ভাবার খুব কম সময়ই তখন তাদের হাতে থাকে। এসব ছাত্র প্রায় সারাটা বছর অলসভাবে সময় কাটিয়ে দেয়। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না নিজেদের কত ক্ষতিটাই তারা করছে! পরীক্ষা এমনই একটি বিষয় যা কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নেওয়ার কয়েকটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

১। পরীক্ষার ধরন কেমন হবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া জরুরি। কেবল পড়লেই চলবে না। প্রশ্নপত্রের ধরনও জানতে হবে। এবং পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে সিলেবাস সম্পর্কে। সিলেবাস এবং প্রশ্নপত্র সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে ভালো ফল লাভের আশা করা বৃথা। কারণ, সিলেবাস ছাত্রদের কাজের আওতা স্থির করে দেয়। আর প্রশ্নপত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় পরীক্ষার প্রকৃতি থেকে।

২। সিলেবাসকে টেক্সট বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখুন। বইতে সবগুলো পরিচ্ছেদ আছে কিনা দেখে নেবেন।

৩। আগেই বলা হয়েছে কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র ঘেঁটে কোন প্রশ্নটা কতবার এসেছিলো তা দেখে এ বছর কোনটা আসার সম্ভাবনা সেটার হিসেব বের করবেন। এই অভ্যাসটি ভালো হলেও এর ওপর খুব বেশি নির্ভর করতে যাওয়া ঠিক হবে না। আপনি যদি নিজেকে সৎ এবং কর্মঠ ছাত্র মনে করেন তা হলে যে-কোনো ধরনের প্রশ্নপত্রের জন্যে আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। বিষয়ের ওপর ভালো ধারণা রাখতে পারলে যতই কঠিন প্রশ্ন করা হোক না কেন, ঠিকই উত্তর খুঁজে পাবেন আপনি।

৪। পরীক্ষার আগের দিন ঠিক করবেন কী কী জিনিস পরীক্ষার হলে নিয়ে যেতে হবে। আর সেসব জিনিস আগেই গুছিয়ে রাখুন।

পড়াশোনায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটা খুব জরুরি। বছরের শুরুতেই বছরের শেষদিনটার কথা মাথায় রেখে কাজ চালিয়ে যান। সিলেবাস তন্নতন্ন করে ফেলুন না। আপনার প্রতিজ্ঞা হবে আমি সিলেবাসের মধ্যে এমন কিছু নেই যা জানি না।

www.purepdfbook.com

৫। অনেকের অভ্যাস আছে প্রশ্নপত্র যত্ন করে দেখে না। অনেক সময় দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেও প্রশ্ন থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে শুধু প্রথম পৃষ্ঠার প্রশ্নের উত্তর লিখে এলে পরে আফসোসে মাথার চুল ছেঁড়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কাজেই প্রশ্নপত্র পুরো পড়বেন। কোনো নির্দেশ থাকলে তাও দেখে নেবেন। এবং দুই পৃষ্ঠাই উল্টে দেখে নিতে ভুল করবেন না।

এ বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমাদের 'পরীক্ষার হলে এবং এর আগের করণীয়' বিষয়ক অধ্যায়ে।

বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনা

পড়াশোনার মেথড বিষয় থেকে বিষয়ের ভিন্নতা বহন করে। যেমন ভূগোল বিষয়টির জন্যে প্রয়োজন ম্যাপ এবং ইলাস্ট্রেশন। বিজ্ঞানের জন্যে দরকার জন্যে ল্যাবরেটরি এবং এক্সপেরিমেন্ট। অঙ্কের প্রয়োজন ডায়াগ্রাম এবং ফর্মূলা। এভাবে প্রতিটি বিষয়ের পড়াশোনার নিজস্ব মেথড বা নিয়ম রয়েছে। কাজেই আমরা বলতে পারি প্রতিটি বিষয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে পাঠ করা উচিত।

কোনো বিষয় নিয়ে পড়ার সময় সে বিষয় সংক্রান্ত সহযোগী উপাদান বা হেলপিং টুল্‌স প্রয়োজন কিন্তু অনেক। এগুলো সবসময় আপনার হাতের কাছে রাখবেন। অঙ্ক করছেন হঠাৎ দেখলেন ক্যালকুলেটর নেই। আবার ক্যালকুলেটর খোঁজাখুঁজি। তারচেয়ে আগেই সবকিছু হাতের কাছে নিয়ে বসে পড়ুন।

যারা অঙ্ক করে তাদের অঙ্ক নিয়মিত প্র্যাকটিস করা অবশ্যকর্তব্য। আর প্র্যাকটিসে ফাঁকি দিলে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই। কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, বোটানি এবং জুলজি বিষয়ের জন্যে প্রয়োজন এক্সপেরিমেন্টাল ফ্যাসিলিটিজ। এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে এ বিষয়গুলো অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে।

ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বিষয়ের জন্যে দরকার প্রচুর ডাটা। ইতিহাসে প্রয়োজন হয় ধারাবাহিকভাবে অতীতের তথ্য সংগ্রহ। আর ইতিহাস বিষয়টি বুঝতে আগে বুঝতে হবে ক্রনোলজি এবং ঐতিহাসিক মানচিত্রগুলো।

অর্থনীতি বুঝতে হলে অর্থনীতির নিয়মনীতিগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। আধুনিক সময়ে অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার

www.purepdfbook.com

করার উপায় নেই। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থনীতি কি ভূমিকা রেখে চলেছে তা জানার জন্যে প্রচুর তথ্য উপাত্তের দরকার।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে গবেষণাগারগুলো ছাত্রদেরকে প্রচুর সহযোগিতা করতে পারে। বিজ্ঞানের সবগুলো শাখাই ছাত্রদের জন্যে অতীব প্রয়োজনীয়।

বোটানি, জুলজি, ফিজিক্স, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সসহ মেডিকেল সায়েন্সের অন্যান্য শাখা গড়েই উঠেছে এক্সপেরিমেন্টাল বিষয়াদির ওপরে। আর গবেষণায় এসব যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাত্ররা ল্যাবরেটরিতেই পাচ্ছে।

তবে সমস্ত বিষয়কে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। একটি মানবিক, অন্যটি বিজ্ঞান বিভাগ। মানবিক বিভাগের মধ্যে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে তাদের মধ্যে দর্শন, ইতিহাসের মতো বিমূর্ত বিজ্ঞান রয়েছে।

একটা বিষয় সবার মনে রাখা কর্তব্য যে বিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে বুঝতে হলে গবেষণা অনিবার্য। গবেষণা বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর প্রতি ছাত্রদের কৌতূহল অনেক বেশি বৃদ্ধি করতে সক্ষম। আর কে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে সেটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

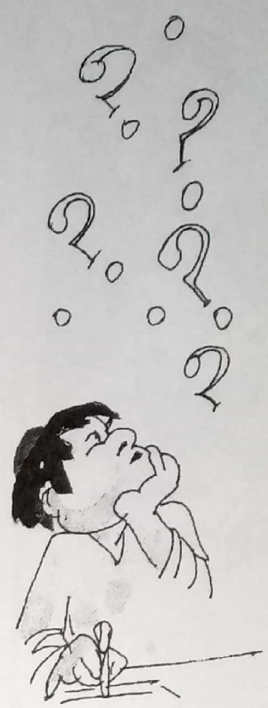

কীভাবে নোট তৈরি করবেন

এর আগে আলোচনা করা হয়েছে কী ধরনের বিষয় পাঠ করতে হবে। কীভাবে নোট তৈরি করতে হবে তার একটা ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ বিষয়টি নিয়ে বর্তমান অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

নোট তৈরির জন্যে প্রথমেই যা করতে হবে তা হলো প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ। আগেও বলেছি নোট তৈরির জন্যে সবসময় উচ্চতর মানের একাধিক বই যোগাড় করতে হবে। তারপর সেখান থেকে বিষয় নির্বাচন করে, পয়েন্ট নিয়ে নোট লেখা শুরু করবেন।

যে বিষয়ের ওপর নোট করছেন তার একাধিক বই আপনার হাতের কাছে রাখুন। আপনার নোট যেন হয় আপনার সংগ্রহের সব নোটের চেয়ে সেরা।

www.purepdfbook.com

প্রথমে প্রাসঙ্গিক অধ্যায়গুলো খুলবেন তারপর প্যারাগ্রাফগুলো পড়ে যাবেন। প্যারাগ্রাফ পড়ার পরে ওটার সারমর্ম লিখে নেবেন আপনার নোটবইতে। আর সারমর্মটা অনেক সময় মাত্র এক লাইনেরও হতে পারে। নোট তৈরির ক্ষেত্রে কলম ব্যবহার করবেন, পেন্সিল নয়। কারণ পেন্সিলের লেখা অস্পষ্ট হয়ে মুছে গেলে সমস্যায় পড়বেন।

যেভাবে এগোবেন

নিচে একটি ইংরেজি প্যারাগ্রাফ দেওয়া হলো। এটার নোট-এর ধরন কী রকম হবে তাও দেখিয়ে দেওয়া হলো ঃ

Choose the best while making selection about books, in a big book-shop. But your choice may be at variance with your parents or teachers. Don't get frightened, as this variance represents your different natures. This is an inherent sense of differentiation which exists in the people. But according to your taste, choose the best book and the book should be to your taste and interest. Good authors may be many, but your favourite authors may be very few. Any how the best selection implies choosing the book according to your taste. But it is better to have a good taste about good subjects. The novels based on violence and outrageous happenings should never be selected. Books on philosophy, history or even morals may be given preference and something that suits your temperment, may be selected as such and thus after selection, you are revived to read that book.'

ওপরের প্যারাগ্রাফটি আপনি পড়লেন। এ থেকে এখন নোট করতে হবে। কী লিখবেন ?

www.purepdfbook.com

লিখতে পারেন ঃ

Selection of a book on the basis of personal taste having a good author-a favourite author of course, is essential, but the book should not be based on violent incidents of life or otherwise, but it should be based on philosophical or historical contents.'

এই নোটটি হলো প্যারাগ্রাফের সারমর্ম। প্যারাগ্রাফটির আসল পয়েন্টগুলো আছে এতে।

আমরা আবার নিচের নিয়ম অনুসরণ করে নোট তৈরি করতে পারি ঃ

১। বই নির্বাচন করুন।

২। নিজে নিজে পরীক্ষা দিন। এটাই হবে আপনার ক্রাইটেরিয়া।

৩। বই নির্বাচনে ভালো এবং জনপ্রিয় লেখকদের থাকা প্রয়োজন।

৪। আজেবাজে লেখা বর্জন করুন।

৫। খাতার পৃষ্ঠা দু'ভাগ করে নিন। একপাশে নোট করবেন, অন্যপাশে কোনো মন্তব্য করতে চাইলে লিখবেন।

এভাবে বই পড়ে নোট করা একটি জরুরি বিষয়। নোট করতে হবে ভালো নোটবুকে। আর নোট হবে যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত। রবারের মতো টেনে লম্বা করা যাবে না। শুধু মূল পয়েন্টগুলোর উল্লেখ থাকবে।

নোট কখনো আলগা কাগজে নেবেন না। কাজেই ভালো একটি নোটবুক লাগবেই নোট করার জন্যে। লুজশিট বা আলগা কাগজে নোট করলে তা হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। নোটের ভাষা তৈরি হতে পারে আপনার নিজস্ব ভাষায় অথবা বইয়ের ভাষায়। বইয়ের ভাষায় নোট করাটাই বোধ হয় আপনার জন্যে সহজসাধ্য হবে। বই থেকে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো হুবহু তুলে নিতে পারেন। নোট করার আসল উদ্দেশ্য হবে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করা।

www.purepdfbook.com

একেক চ্যাপ্টার থেকে নোট নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করলে গোটা বই থেকেই নোট নেওয়া শেষ হয়ে যাবে। তবে শুধু একটি বই থেকে নোট করবেন না। বিভিন্ন রেফারেন্স বই ঘেঁটে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে নোট বানাবেন। নোট করতে গিয়ে কোথাও আটকে গেলে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ করুন। কিংবা এ বিষয়ে অবহিত আছে এমন অন্য কারো সঙ্গেও কথা বলতে পারেন। সিনিয়রদের সাহায্য আপনার খুব কাজে লাগবে।

তবে একটা বিষয় লক্ষ রাখবেন নোট করার সময় যেন কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। নোট তৈরি করার মধ্যে আলাদা একটা মজা আছে। এটাও এক ধরনের আর্ট। আর প্র্যাকটিস থাকলে এই আর্টটি ভালোভাবে প্রদর্শন করা যায়।

ভালো নোটের কিছু প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য

১। ভালো নোটে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ থাকে। এর মানে হলো ভালো নোটে ছাত্ররা সব ধরনের বাহুল্য এবং অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য থেকে মুক্ত থাকে।

২। সমস্যার জটিল বিষয়গুলো বিশ্লেষণের চেষ্টা করুন। নোটের জন্যে পাঠ করার বিষয়টি যেন আনন্দদায়ক হয়। পড়তে সময় লাগলেও অসুবিধে নেই।

৩। নোট তৈরির সময় ছাত্রদের মনোযোগ একান্ত কাম্য। এ সময় আড্ডা দেওয়া বা গান শোনার অভ্যাস পরিত্যাগ করা দরকার। এতে মনোযোগ নষ্ট হয়। শান্ত পরিবেশ, ঠাণ্ডা মাথায় বসে লিখলে সে লেখা অবশ্যই ভালো হবে।

৪। পড়ালেখার জন্যে যেমন চাই সুষ্ঠু পরিবেশ, তেমনি দরকার সুস্বাস্থ্য। দুর্বল স্বাস্থ্যের ছাত্ররা অল্প পড়েই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর নোট তৈরির মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজ তারা করবে কীভাবে ? লেখাপড়ার জন্যে মানসিক এবং শারীরিক উভয় শক্তিরই দরকার। শরীরটাকে সবল এবং সুস্থ রাখার জন্যে

যখন পড়বেন তখন পড়বেনই। অন্যকিছু করবেন না। শরীর ঠিক রাখার জন্যে ব্যায়াম করতে পারেন। সুস্থ শরীর আপনার পড়ার শক্তি যোগাবে।

নোট তৈরি করার সময় আপনি একটা নিয়ম করে নিতে পারেন। সিনিয়র ভালো ছাত্রদের নোটের দিকে খেয়াল করে দেখুন তারা কোন কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে।

www.purepdfbook.com

ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়াম করাটাকে লেখাপড়ার একটা অঙ্গ মনে করতে পারলে আর সমস্যা থাকে না।

৫। নোট তৈরি সময়সাপেক্ষ একটি ব্যাপার, আগেই বলা হয়েছে। এজন্যে ছাত্রদের ক্লাসে পড়ালেখার অভ্যাস সবার আগে গড়ে তুলতে হবে। আর ঠিক সময়ে পড়তে বসাটাও তাদের জন্যে জরুরি।

৬। আমরা আগেও বলেছি সময়ের সদ্ব্যবহারটা অত্যন্ত জরুরি। নোট করার জন্যে আলাদা একটা সময় রাখবেন। এবং ওই সময়ে অন্য কোনো কাজ করবেন না। এতে মনোযোগ ভেঙে যেতে পারে।

৭। নোট যেন সবসময় ছোটো ছোটো প্যারাগ্রাফে হয়।

৮। নোটের আউটলাইনে মূল পয়েন্টগুলোর উল্লেখ থাকতে হবে।

৯। নোটের ভাষা হবে সহজ-সরল যাতে বুঝতে অসুবিধে না হয়।

১০। আপনার নোটগুলোকে ধরে নিতে পারেন জীবন-বাতি হিসেবে। নোটগুলো এমন হবে যাতে চোখ বোলালে গোটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কোনো ছাত্রের পক্ষেই বই-এর প্রতিটি লাইন হুবহু মুখস্থ করা সম্ভব নয়। আর এজন্যেই ভালো নোটের দরকার। সংক্ষিপ্ত এবং ভালো নোটে বিষয়ের মূল পয়েন্ট উল্লেখ থাকে। কাজেই পুরো বই বারবার ওল্টাতে হয় না। মনে রাখবেন একটি ভালো নোট আপনাকে পরীক্ষায় ভালো নম্বরের নিশ্চয়তা দিতে পারে। আর নোট সবসময় নিজেই করবেন। অন্যের ধার করা নোট পড়বেন না। কারণ, অন্যের কাছ থেকে ধার করে যে নোটটি আপনি পড়ছেন, ওটারই ফটোকপি হয়তো আরো অনেকের কাছে আছে। কাজেই দশজন যে নোট পড়ে সে নোট পরীক্ষার খাতায় উগড়ে দিয়ে এলে কোনো লাভ হয় না। একমাত্র নিজে নোট তৈরি করে পড়লেই পরীক্ষায় ভালো ফল আশা করতে পারবেন।

www.purepdfbook.com

ক্লাসনোট

এতক্ষণ বাড়িতে নোট তৈরির কথা বলা হলো। এবার ক্লাসনোটের ব্যাপারে দু'একটা কথা বলা যাক।

অনেক ছাত্রের ধারণা, ক্লাসে লেকচার নোট নেওয়ার দরকার নেই। ক্লাসে শিক্ষক যা পড়াচ্ছেন তা তো বইয়ের পাতাতেই পাওয়া যায়। খামোকা কষ্ট করে লাভ কী ? ধারণাটা ভুল। ক্লাসনোট নেওয়ার দরকার আছে। কারণ, শিক্ষক তার বক্তৃতায় এমন সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেন যা হয়তো বইতে নেই। ক্লাস নোটে শিক্ষক প্রচুর তথ্য প্রদান করেন। এতে তার নিজস্ব ধ্যানধারণার কথা প্রকাশ পায়। ভার্সিটি পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসনোট নেওয়া অবশ্যই দরকার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে ক্লাসে শিক্ষক যে লেকচার দিয়ে গেছেন, ওটা ইনকোর্স বা টিউটোরিয়াল পরীক্ষায় লিখতে পারলে অবশ্যই ভালো নম্বর পাওয়া যাবে।

ক্লাসনোট নেওয়ার একটা সমস্যা হলো লেকচার দেওয়ার সময় অনেক শিক্ষকই বেশ দ্রুত কথা বলেন। তাকে অনুসরণ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আপনারও দ্রুত লেখা ছাড়া উপায় নেই। তবে আগেই বলেছি গোটা গোটা অক্ষরে লিখলে নোট বোঝা যাবে। আরেকটা কাজ করা যায়--সামর্থ্য থাকলে টেপ রেকর্ডার নিয়ে যাবেন। আমি যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়তাম, দেখতাম অনেকেই বাসা থেকে ছোটো টেপ রেকর্ডার নিয়ে এসেছে। না, টেপ রেকর্ডার নিয়ে আসার জন্যে কোনো শিক্ষককে বিরক্ত হতে দেখিনি। লেকচার বুঝতে না পারলে শিক্ষককে জিজ্ঞেস করুন। উনি বিরক্তবোধ করবেন না। ক্লাসনোট নেওয়ার সময় আরো কিছু বিষয় লক্ষ রাখা যেতে পারে। যেমন–

ক্লাসনোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষক এমন কোনো পয়েন্ট বা বিষয় বলতে পারেন যা আপনি কোনো বইতে পাবেন না। ভালো ছাত্ররা কখনও ক্লাসনোট নিতে ভুল করে না।

১। শিক্ষক যে বিষয়ের ওপর লেকচার দিচ্ছেন, নোট বুকে তার হেডিং আগেই লিখে ফেলবেন।

www.purepdfbook.com

২। শিক্ষক যখনই কোনো নতুন পয়েন্টের কথা বলবেন, টুকে নিতে ভুলবেন না।

৩। যেহেতু শিক্ষক দ্রুত লেকচার দেন এবং তার কথা পুরো লেখা সম্ভবও নয়, কাজেই শুধু মূল পয়েন্টগুলো টুকবেন। পুরো বাক্য লিখতে যাবেন না।

৪। ক্লাসনোট আপনি নিচ্ছেন পরে আবার নোট করার জন্যে এ কথা মাথায় রেখে বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

৫। কোনো বিষয় যদি জটিল মনে হয়, ক্লাসে জিজ্ঞেস করতে সংকোচ লাগে তা হলে বিষয়টির নিচে আন্ডারলাইন করে রাখবেন। পরে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

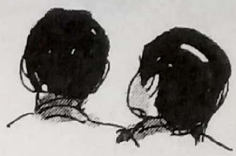

৬। ক্লাসনোটের জন্যে খাতার পৃষ্ঠা দু'ভাগ করে নেবেন। একভাগে থাকবে নোট, অন্যভাগে আপনার নিজস্ব মন্তব্য।

৭। একজন ভালো শিক্ষক সবসময়ই চেষ্টা করেন টেক্সট বইতে যা আছে তারচেয়ে বেশি কিছু তার ছাত্রদের জানাতে। আর এ কারণেই একজন ভালো শিক্ষকের লেকচার কখনো মিস্ করা উচিত নয়। একজন ভালো ছাত্র নোট নেওয়ার পাশাপাশি নিজের মন্তব্যও লিখে রাখে নোটের পাশে।

৮। মনে রাখবেন ভালো ক্লাসনোট গেঁথে থাকে মনে। আর এ ধরনের নোট পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করার প্রকৃত পাসপোর্ট। কাজেই ভালোভাবে ক্লাসনোট তৈরি করুন এবং ভালো পরীক্ষা দিন।

www.purepdfbook.com

কিছু প্রয়োজনীয় পরামর্শ

১। কাজ, পড়া এবং বিনোদন সবগুলোর মধ্যেই সমন্বয়সাধন করতে হবে। যখন ক্লান্তি বা বিরক্তি লাগবে তখন পড়ার দরকার নেই। কারণ, ক্লান্তির সময় মগজে পড়া ঢুকবে না। কাজেই ওই সময়টা একটু আমোদ-ফূর্তি করতে কোনো দোষ নেই।

২। আপনার পড়ার ঘরটা যেন সাজানো-গোছানো থাকে। যেমন– আলোর ব্যবস্থা, চেয়ার-টেবিল, কলমদানি, কলম, পেন্সিল, বই ইত্যাদি সবকিছু এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন চাইলেই হাতের কাছে পাওয়া যায়।

৩। বইতে যেসব এক্সারসাইজ বা অনুশীলনী থাকবে, প্রতিটি অধ্যায় অনুযায়ী সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে। বাড়িতে বসে এসব ছোটো ছোটো পরীক্ষার অভিজ্ঞতা আসল পরীক্ষার সময় খুব কাজে লাগবে।

৪। স্বাস্থ্যকে অবহেলা করবেন না। খুব বেশি পরিশ্রম এবং খুব বেশি খেলাধুলা দু'টোই স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। কাজ এবং খেলার জন্যে সময় ভাগ করে চলবেন।

৫। সময়ের সমন্বয়সাধন করা প্রত্যেকের জন্যেই অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয়। মন ভালো রাখতে গান শুনতে পারেন। একঘেয়ে বিনোদনও কিন্তু বিরক্তি এনে দেয়। কাজেই কাজের বাইরে বিনোদনে ভিন্নতা নিয়ে আসুন।

৬। যখন পড়তে বসবেন গভীর মনোযোগ নিয়ে, ঠাণ্ডা মাথায় পড়বেন। তখন অন্য কোনো দিকে মন যেন না যায়।

৭। যেসব বিষয় পড়ার জন্যে ম্যাপ, ডায়াগ্রাম, অডিওভিজুয়াল ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজন হয় সেসব যোগাড় করে রাখবেন।

৮। কোনো শব্দ বা বাগবিধি কঠিন মনে হলে ওটাকে এড়িয়ে যাবেন না। বারবার পড়ে অর্থ বোঝার চেষ্টা করুন।

পড়তে পড়তে ক্লান্ত লাগলে অবসর নিন। পরে আবার শুরু করুন। সব সময় আপনার পড়ার ঘরে পড়ার উপযুক্ত পরিবেশ যেন বজায় থাকে।

www.purepdfbook.com

৯। নোট করবেন সংক্ষেপে, পয়েন্ট অনুযায়ী এবং নোটে যেন আপনি যা পড়েছেন তার প্রতিবিম্ব থাকে।

১০। যা পড়ছেন তা বুঝে পড়ছেন কিনা বা বুঝতে পারছেন কিনা সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। কোনো কিছু না বুঝে মুখস্থ করলে কোনোই লাভ হবে না।

ওপরের পরামর্শগুলো মেনে চলার চেষ্টা করুন। কাজ দেবে। তবে মনে রাখবেন স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে। সুস্বাস্থ্য ছাড়া কোনো কিছুই অর্জন করতে পারবেন না।

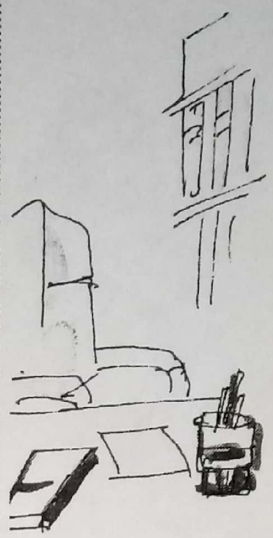

পরীক্ষার পূর্ববর্তী মাসের প্রস্তুতি

বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রী সারা বছর ঘুরে-ফিরে বেড়ায় আর পরীক্ষা শুরুর আগে আগে পড়া শুরু করে দেয়। এটা মোটেই ঠিক নয়। এতে যথার্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অ্যাকাডেমিক সেশনের পুরো সময়টাই আসলে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্যে ব্যয় করা উচিত। এতে সব সাবজেক্টই ঠিকমতো পড়া যায়। শেষ মুহূর্তে প্রিপারেশন শুরু করলে আপনি একদিকে যেমন দিশেহারা বোধ করবেন, তেমনি অতিরিক্ত চাপের কারণে স্বাস্থ্যের অবনতিও ঘটতে পারে। ফলে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা দুরাশা মাত্র।

মনে রাখবেন সেই কথাটা Slow and steady wins the race. ধীরে-সুস্থে পড়াশোনা করাই উচিত। অ্যাকাডেমিক সেশনের পুরো সময়টা ব্যয় করুন নোট তৈরি, প্রশ্ন তৈরি, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজে। ভালো ছাত্ররা এভাবেই প্রস্তুতি নেয়। তারা পরীক্ষার ক'মাস আগে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সবকিছু এলোমেলো করে দেয় না।

পরীক্ষা শুরু হবার আগে যেসব বিষয় আপনার মনে রাখা উচিত তা হলো ঃ

১। যেসব সাবজেক্ট সবচেয়ে কঠিন মনে হচ্ছে সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে হবে, এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ

পরীক্ষার পূর্ববর্তী মাস হচ্ছে রিভাইজ দেবার সময়। সব পড়া আগেই শেষ করে রাখবেন। পরীক্ষায় বসার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হতে শুরু করুন।

www.purepdfbook.com

দিতে হবে। আর সহজ বিষয়গুলো রিভাইজ দেবেন। রিভিশন বিষয়বস্তু প্রাঞ্জলভাবে বুঝতে আপনাকে সাহায্য করবে।

২। যেসব প্রশ্ন কম গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আলাদা করে রেখে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো পড়বেন এ সময়টাতেই। এতে পরীক্ষার প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়ে যাবে।

৩। নোটগুলো অবশ্যই রিভাইজ দেবেন। চেষ্টা করবেন একটা বিষয়ের সঙ্গে আরেকটা বিষয়ের সমন্বয়সাধনের। বিষয়বস্তুর সমন্বয়সাধন অত্যন্ত জরুরি।

৪। প্রতিটি সাবজেক্টের জন্যে সময় ভাগ করে নেবেন আলাদাভাবে। সব বিষয় পড়ার জন্যেই সময় দেবেন।

৫। সময়ের সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। তাই বলে স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা চলবে না। ঠিক সময় পড়া তৈরি করে না রাখলে তার ফলও ভোগ করতে হবে। আর পরীক্ষার আগে আগে শরীর সুস্থ রাখা অবশ্যকর্তব্য।

৬। পরীক্ষা কাছে এলে অতিরিক্ত বোঝা কাঁধে চাপাবেন না। রাত জেগে পড়বেন না। অল্প রাত জেগে পড়বেন। টানা ঘুম হলে পরদিন দেখবেন মনটা ফুরফুরে লাগছে।

৭। কোনো কিছু না বুঝে মুখস্থ না করাই ভালো। যা পড়েছেন তা বুঝে পড়েছেন কিনা সেদিকে লক্ষ রাখুন।

৮। কীভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ছাত্রদের তা জানা থাকা দরকার আর পরীক্ষায় কীরকম প্রশ্ন আসতে পারে তার ওপর ভিত্তি করে পড়বেন। তবে অতিরিক্ত পড়াশোনা না করার জন্যে আবারও বলা হচ্ছে। পরীক্ষার আগে খুব বেশি পড়লে অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। আর রাতের বেলা যে আলোতে পড়বেন ওটা যেন পর্যাপ্ত হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন। যারা গ্রামে পড়ছেন এবং বৈদ্যুতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের বিকল্প আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। সুস্বাস্থ্য এবং চমৎকার প্রস্তুতি থাকলে আপনার বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।

প্রশ্নগুলো বাছাই করে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ এই দু'ভাগে ভাগ করে ফেলুন। কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জন্যে কম সময় বরাদ্দ করুন।

www.purepdfbook.com

কীভাবে শরীর ঠিক রাখবেন

বেশিরভাগ ছাত্রই পরীক্ষার আগে আগে ঘুমসে রাত জেগে পড়া শুরু করে দেয়। এতে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। অথচ পরীক্ষার সময় শরীর-স্বাস্থ্য ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরি। শরীর সুস্থ না থাকলে পরীক্ষা দেবেন কীভাবে ? শরীর ঠিক রাখার জন্যে কয়েকটি টিপ্‌স দেওয়া হলো ঃ

১। সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন। দুধ খাবেন প্রচুর। সবজি এবং দুধ বেশি বেশি খেলে শরীর ভালো থাকবে।

২। শরীরটাকে সবল আর সুস্থ রাখার জন্যে ব্যায়াম করতে হবে। ব্যায়ামের মধ্যে সবচেয়ে সহজ এবং উপকারী হলো দৌড়। সকালে বা বিকালে নির্দিষ্ট একটা সময় দৌড়ান। অথবা এসময় হাঁটতেও পারেন। তবে সন্ধ্যার পরে হাঁটাটাই ভালো। কারণ, সকালে পড়াশোনার জন্যে হাঁটার সময় নাও পেতে পারেন।

৩। পরীক্ষার সময় খুব বেশি খেয়ে ভুঁড়ি বাড়াবেন না। বেশি খেলে হজমের গণ্ডগোল হয়।

৪। পরীক্ষার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন। নিয়মিত গোসল করবেন, দাঁত মাজবেন, পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পড়বেন। এগুলো আপনার চেহারায় আলাদা ব্যক্তিত্ব এনে দেবে।

৫। আপনার চোখ মনের কথা বলে। লেখাপড়াটা মাথার কাজ। আর এ কাজে ছাত্রদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে মস্তিষ্ক। আর মস্তিষ্ক চোখের কাছে ঋণী। কারণ, চোখই বেশিরভাগ খবর পৌঁছে দিচ্ছে মাথায়। তার মানে, চোখের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে লেখাপড়া। কাজেই চোখের যত্ন নিতে হবে। এজন্যে সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে জাগার অভ্যাস করবেন। যখনই হাত-মুখ ধোবেন, অন্তত দশ-বারো বার ঠাণ্ডা পানির ঝাপ্টা দিয়ে কপাল আর চোখ দু'টোকে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। চোখ ভালো রাখতে হলে খুব কম বা বেশি আলোতে পড়াশোনা করবেন না। আর একটানা

শরীর ঠিক রাখতে নিয়মিত ঘুম, বিশ্রাম ও খাওয়া-দাওয়া করুন। ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে সুস্থ শরীর অবশ্যই প্রয়োজন। পড়া তো কম পরিশ্রমের ব্যাপার না।

www.purepdfbook.com

অনেকক্ষণ পড়ার দরকার হলে একঘণ্টা পরপর দু'মিনিটের জন্যে বিশ্রাম দেবেন চোখ দুটোকে।

৬। শরীর ভালো রাখার জন্যে রাতে ভালো ঘুম হওয়াটা জরুরি। রাতে ভালো ঘুম হলে পরদিন শরীর ঝরঝরে, তাজা লাগে। কাজেই অতিরিক্ত রাত জেগে পড়বেন না। ঠিকমতো, একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিছানায় চলে যাবেন।

শরীর ঠিক রাখার জন্যে এই নিয়মগুলো মেনে চলবেন। মনে রাখবেন, শরীর ঠিক থাকলেই আপনি কাজ করতে পারবেন, নচেৎ নয়।

পরীক্ষার হলে এবং এর আগের করণীয়

পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে রিল্যাক্সড মূডে থাকবেন। পরীক্ষার আগের রাতে পড়াটা ঝালিয়ে নিতে ভুলবেন না। তবে অবশ্যই পরীক্ষার আগের রাতে রাত জেগে পড়বেন না। বিশ্রাম নেবেন। শরীর যদি যথাযথ বিশ্রাম না পায় তা হলে পরদিন পরীক্ষার হলে ঢুকতে হবে ক্লান্ত শরীর নিয়ে।

যেসব ছাত্র পরীক্ষার অনেক আগে থেকে এ্যাকাডেমিক সেশনটাকে যথাযথ কাজে লাগিয়েছে, পরীক্ষার আগে তাদের মোটেই নার্ভাস হতে হয় না। বরং পরীক্ষার হলে তারা ঢোকে উৎফুল্ল মনে। কিন্তু যারা পরীক্ষার ক'দিন আগে পড়াশোনা শুরু করে, তারা পরীক্ষা কাছে এলে খুবই নার্ভাস বোধ করতে থাকে। কারণ, তারা আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভোগে। তারা জানে না ঠিকমতো পরীক্ষা দিতে পারবে কিনা। এ ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে সেসব ছাত্র যারা পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে অক্ষম। এরা রাত জেগে পড়ে। কিন্তু রাত জেগে পড়াশোনার কারণে শরীর এবং মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। অনেক সময় দেখা যায় চাপটা সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছে কেউ কেউ। পরীক্ষা মাথায় উঠেছে।

সারা বছর আপনি কি করেছেন তার প্রমাণ মিলবে পরীক্ষার হলে। শান্ত থাকুন। আত্মবিশ্বাস প্রবল করুন। ধরে নিন আপনার চেয়ে ভালো প্রস্তুতি কারো নেই। পরীক্ষা আপনার জন্যে কোনো ব্যাপারই না!

পরীক্ষার দিন খুব সকালে উঠবেন ঘুম থেকে। সাড়ে ছ'টার মধ্যে। বাথরুম-টাথরুম সেরে হালকা নাস্তা সারুন। পরীক্ষার আগের দিন

www.purepdfbook.com

ঠিক করে নেবেন পরীক্ষার হলে কী কী নিয়ে যেতে হবে। এসব জিনিস সাজিয়ে রাখবেন হাতের কাছে। তারপর রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়বেন পরীক্ষার হলের উদ্দেশে। পরীক্ষা শুরু হবার অন্তত ২৫ মিনিট আগে হলে পৌঁছবেন। প্রথম দিন টাইম-টেবিল রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কারণ, আপনাকে অ্যাডমিট কার্ডের নম্বর অনুযায়ী সিট খুঁজে বের করতে হবে।

পরীক্ষার হলে কোনো নোটবই নিয়ে যাবেন না। অনেকে বই নিয়ে যায়। ভাবে পরীক্ষা শুরু হবার আগমুহূর্তে পড়াটা একটু ঝালিয়ে নেবে। এতে খুব একটা লাভ হয় না। কারণ, পরীক্ষার টেনশনে উত্তেজিত হয়ে থাকে মন। তখন কি আর পড়া হয় ? তা ছাড়া বইপত্র হারিয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে।

পরীক্ষার হলে ঢুকবেন শান্ত, স্থির মন নিয়ে। কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এ নিয়ে অন্যের সঙ্গে ফালতু আলাপ করে লাভ নেই। কারণ, যার সঙ্গে আলাপ করতে গেলেন সে হয়তো এমন একটা প্রশ্নের কথা বললো যেটা আপনার পড়া নেই। তখন উল্টো টেনশন। বরং পরীক্ষার হলের সামনের লনে দশ মিনিট চুপচাপ হাঁটুন। মন বিক্ষিপ্ত থাকলে শান্ত হয়ে যাবে।

পরীক্ষা শুরু হবার কয়েক মিনিট আগেই হলে ঢুকবেন। রোল নাম্বার লিখতে হবে। তা ছাড়া উত্তরপত্রের প্রথম পাতায় কোনো নির্দেশাবলি থাকলে সেটাও পড়ে ফেলা দরকার।

যেভাবে রোল নাম্বার বা অন্যান্য বিষয় লিখতে বলা হবে, উত্তরপত্রের নির্দেশ অনুসারে সেভাবেই লিখবেন। উত্তরপত্রের প্রথম পাতায় রোল নাম্বার, কেন্দ্রের নাম ইত্যাদি সাবধানে ফিল-আপ করা খুব জরুরি। সম্ভব হলে পরীক্ষা করে দেখবেন ঠিকঠাক লেখা হলো কিনা।

যে কলম নিয়ে যাবেন, আগেই দেখবেন ওতে ঠিকঠাক লেখা চলে কিনা। তবে কলম নেবেন অন্তত দুটো। ইমার্জেন্সি পড়লে যাতে অন্য কলমটা ব্যবহার করতে পারেন। আর সরু নিবের ভালো কলম ব্যবহার করবেন যা দিয়ে তরতর করে লেখা যায়।

প্রথম পরীক্ষার দিন সময় হাতে নিয়ে যাবেন। রোল নাম্বার অনুযায়ী আপনাকে বিল্ডিং, হলরুম ও সিট খুঁজে বের করতে হতে পারে।

www.purepdfbook.com

প্রশ্নপত্র হাতে পাবার পর শান্ত থাকুন। প্রশ্নগুলো অন্তত পাঁচ মিনিট পড়ুন। এবার কোন প্রশ্ন আগে লিখবেন সেটা পছন্দ করার চেষ্টা করুন। প্রথমে দেখবেন কোন প্রশ্নের উত্তর লেখা আপনার জন্যে সহজ। আগে শুধু সেই প্রশ্নগুলো বাছাই করুন। তারপর বাছাই করুন সবচেয়ে সহজ কোনটি যা আপনি ভালোভাবে শুরু করতে পারবেন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে যেন আপনার অন্তর্নিহিত ভাবগুলো ফুটে ওঠে। ভাষা হতে হবে সহজ-সরল, সাবলীল। উত্তর হতে হবে টু দি পয়েন্টে। অর্থাৎ যে উত্তর চাওয়া হয়েছে তাই।

এবার লেখা শুরু করে দিন। হাতে অন্তত বিশ মিনিট সময় রাখতে হবে রিভিশনের জন্যে, এটা যেন মাথায় থাকে। কারণ, দ্রুত লেখার কারণে বানান ভুল হতে পারে, গোটা একটা বাক্য বাদ পড়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। এগুলো দেখার জন্যেই রিভিশন।

অঙ্ক এবং বিজ্ঞানে রিভিশন অত্যন্ত জরুরি। কারণ, এ দুটো বিষয়ে নম্বর ছাক্কা। সামান্য ভুল হলেই সব শেষ। কাজেই খুব সতর্কতার সঙ্গে রিভাইজ দিতে হবে। রিভিশনের জন্যে আলাদা সময় রাখার একটা সুবিধা আছে। কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি ভুল হয়, রিভিশনের সময়ে সেই প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে নিতে পারবেন।

মানবণ্টন অনুযায়ী সময় ভাগ করে নেবেন। লেখা হতে হবে স্পষ্ট, সরল ভাষায় এবং অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় টেনে এনে পরীক্ষকের মেজাজ খারাপ করে দেবেন না।

যদি রচনামূলক প্রশ্ন হয়, তা হলে প্যারাগ্রাফ আকারে উত্তর লিখবেন। তবে প্রতিটি প্যারাগ্রাফে থাকবে ভিন্ন পয়েন্ট। সবগুলো প্যারাগ্রাফ মিলে যে উত্তরটা দাঁড় করাবেন সেটাই যেন আপনার প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর হয়ে যায়।

সুপরিকল্পনা অতি জরুরি একটি বিষয়। মাঝে মাঝে প্রশ্নপত্র এত সহজ হয় যে অনেকে বুঝে উঠতেই পারে না কী লিখবে বা কোনটা আগে লিখবে। বুঝতে পারে না কোন প্রশ্নটা ভালো আর কোনটা বাজে। এক্ষেত্রে ধীর-স্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

প্রশ্নপত্র পেয়ে মাথা কোনোভাবেই গরম করবেন না। আগে দেখুন কোন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি ভালো দিতে পারবেন। যদি দেখেন মোট পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যে তিনটা কমন পড়েছে তখন ঐ তিনটার উত্তর আগে ভালো করে লিখুন।

www.purepdfbook.com

পরীক্ষার খাতায় অযথা হিজিবিজি দাগ দেবেন না। এটা খুবই বাজে অভ্যাস। এতে খাতার সৌন্দর্যই শুধু নষ্ট হয় না, উত্তরও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। যদ্দূর পারেন সুন্দরভাবে লিখবেন। সুন্দর হাতের লেখা দেখলে পরীক্ষক খুশি হন।

অঙ্কের প্রশ্নে সবসময় সবচেয়ে সহজটার উত্তর দেবেন আগে। এমনকি গ্রাফের কাজও আগে করতে পারেন। ইতিহাস পরীক্ষায় ম্যাপ বা গ্রাফের প্রয়োজন হলে এঁকে ফেলুন। যদি কোনো প্রশ্নে আপনার মতামত চাওয়া হয়, ভেবেচিন্তে উত্তর দেবেন।

যদি এমন হয় কোন প্রশ্নের উত্তর আগে লিখবেন ঠিক করতে পারছেন না, তা হলে ভাবুন কোন প্রশ্নের উত্তর আপনি সবচেয়ে ভালো জানেন। সেটা দিয়েই শুরু করুন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষকের ভালো লেগে গেলে আপনার প্রতি তার একটা সদয় মনোভাব জেগে উঠবে। কথায় আছে First impression is the best impression.

তবে আন্দাজে গুলি মারার চেষ্টা করবেন না। ভুলেও আন্দাজে কিছু লিখতে যাবেন না। আন্দাজের ওপর ভুল উত্তর লিখলে পরীক্ষকের সদয় মনোভাব নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পরের প্রশ্নগুলোতে ভালো নম্বর নাও পেতে পারেন।

পরীক্ষক দেখতে চান আপনার ভেতর মাল-মশলা কেমন আছে। আপনার উত্তর লেখার ধরনেই তিনি বুঝে যাবেন আপনি কতটা মেধাবী। প্রশ্নপত্র অনেক সময় ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এর কোনো মূলবক্তব্য নেই। আসলে তা নয়, প্রশ্নে পরীক্ষক কিছু একটা জানতে চান। আর সেটা কী তা-ই আপনাকে বের করতে হবে। কাজেই এমন কায়দায় উত্তর লিখবেন যেন এ প্রশ্নের যে কয়েক রকমের অর্থ হতে পারে তা আপনি জানেন এবং আপনি যে অর্থ করেছেন সেটাই সত্য এ কথাটা শিক্ষক যেন বুঝতে পারেন।

খাতা জমা দেবার আগে ভালোভাবে রিভাইজ দিন। নাম, রোল, কেন্দ্র সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিন।

www.purepdfbook.com

উত্তর খুব বেশি লম্বা করবেন না বা খুব সংক্ষেপ করবেন না। একটা ১৫ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর লিখতে ৩০ মিনিট ব্যয় করে ওতে খুব ভালো লিখলেও ১০-এর বেশি পাবেন না। অথচ ওই ৩০ মিনিটে দুটো ১০ নম্বরের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন লিখলে এরচেয়ে বেশি নম্বর পাবেন। তা ছাড়া দীর্ঘ উত্তর পরীক্ষকের বিরক্তির উদ্রেক করে। আবার খুব বেশি সংক্ষেপ হয়ে গেলে তা পরীক্ষককে অসন্তুষ্ট করতে পারে। মোটামুটি সব প্রশ্নের উত্তর মাঝারি আকারে লেখার চেষ্টা করবেন।

প্রশ্নের উত্তর ততোটাই দীর্ঘায়িত হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে তা জবাবে আসছে। এক প্রশ্নের উত্তরে কোনো কিছু পুনরাবৃত্তি করবেন না। বাক্যগঠন হতে হবে সুন্দর, সুপরিশীলিত।

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে আপনার ব্যক্তিত্ব। খুব সুন্দরভাবে কোনোকিছু উপস্থাপন করলে খুশি হন পরীক্ষক। যা জানেন, পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। কোনো বিষয়ে আপনার জ্ঞান অস্পষ্ট থাকলে তা নিয়ে নাড়াচাড়া না করাই ভালো। এতে আপনার জ্ঞানের অসম্পূর্ণতাই প্রকাশ পাবে।

খাতা জমা দেওয়ার আগে ভালো করে দেখে নিন নিজের উত্তরের আগে সঠিক প্রশ্ননম্বর দিয়েছেন কিনা। নাম, রোল, রেজিঃ নম্বর ইত্যাদি ঠিকমতো লিখেছেন কিনা পরীক্ষা করুন। পরীক্ষক যদি দেখেন নাম ইত্যাদি ভুল লিখে বসে আছেন, তা হলে শুরুতেই আপনার প্রতি একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে তার মনে।

সব শেষ কথা বিশ্বাস রাখতে হবে নিজের ওপর। সৎভাবে প্রস্তুতি নিলে বিশ্বাস হারাবেন না। পরীক্ষা তো আসলে একটা যুদ্ধ। আপনার উপযুক্ত প্রিপারেশন থাকলে আপনি জানবেন যেরকম প্রশ্নই আসুক না কেন তার উত্তর দিতে পারবেন। যুদ্ধজয়ের মনোবল নিয়ে এগিয়ে যান। জয়ী অবশ্যই হবেন।

www.purepdfbook.com

পরীক্ষার খাতায় কীভাবে লিখতে হবে

সুন্দর লেখা একটি অ্যাসেট বা সম্পদ। প্রতিটি ছাত্রের হাতের লেখা সুন্দর হওয়া উচিত। বিশ্রী হাতের লেখা পরীক্ষকের মেজাজ খারাপ করে দেয়। নাম্বারও কম ওঠে। তবে হাতের লেখা মুক্তোর মতো হলেই যে পরীক্ষকের সদয় দৃষ্টি পাওয়া যাবে তা আশা করা ভুল। লিখতে না জানলে হাতের লেখা যতই সুন্দর হোক কোনো লাভ হবে না।

তবে সবার লেখারই একটি আলাদা স্টাইল বা বৈশিষ্ট্য আছে। আর প্রত্যেকেরই লেখার নিজস্ব একটা স্টাইল তৈরি করে নেওয়াও উচিত। আর একথা আপনি জানেন Practice makes a man perfect. লেখা ভালো না হলে বারবার লিখুন। পড়ার চেয়ে লেখার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। শুদ্ধভাবে, স্পষ্ট হস্তাক্ষরে, অল্পকথায় একটা পাঠের পুরোটা লিখতে না পারলে সে লেখার কোনো মূল্য নেই। অনেকেই পড়ার প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেয় বলে লেখাটা অবহেলিত থেকে যায়। আর এ কারণে তারা লিখতেও পারে না।

ভালো লেখার একমাত্র উপায় প্রতিদিন কিছু না কিছু লেখা। ছোটো ছোটো প্রশ্ন তৈরি করে রোজকার পড়া লিখতে পারেন আপনি। আরেকটা কাজ করতে পারেন তা হলো ডায়েরি লেখা। ডায়েরি লেখার যে অনেক উপকারিতা আছে সেটা শুরু করলেই বুঝতে পারবেন।

পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর লেখার কিছু নিয়ম আছে। এ নিয়মগুলো অনুসরণ করলে খুব ভালোভাবে লিখতে পারবেন আপনি। পরীক্ষার সময় ছোটোবড়ো যে প্রশ্নের উত্তরই লিখুন না কেন, প্ল্যান করে লিখবেন। প্রথমেই জানিয়ে দেবেন কী লিখতে যাচ্ছেন। এ পর্যায়ে বেশি কথা লেখার দরকার নেই। প্ল্যানের দ্বিতীয় পর্যায়ে, মাঝখানে প্রশ্নের উত্তর বিশদভাবে লিখবেন। আর সবশেষে উপসংহারে, দু'চার লাইনে জানিয়ে দেবেন এতক্ষণ কী লিখলেন।

সুন্দর হাতের লেখা সহজেই পরীক্ষককে আকৃষ্ট করে। আপনার লেখার একটা নিজস্ব স্টাইল তৈরি করুন।

www.purepdfbook.com

উপসংহার লেখার ব্যাপারে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। 'সংক্ষেপে বলতে গেলে' ধরনের বাক্য দিয়ে উপসংহার টানলে বিরক্ত হবেন পরীক্ষক। সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিবরণের মতো টানতে হবে উপসংহার।

এর আগেও বলেছি কোনো প্রশ্নের উত্তর রবারের মতো টেনে লম্বা করবেন না বা একেবারে ছোটোও করবেন না। আর প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে তার বাইরে কিছু লিখলে সেটা পরীক্ষকের কাছে 'আজাইরা প্যাঁচাল' মনে হবে। এক্ষেত্রে পণ্ডিতি ফলাতে গিয়ে নম্বর তো পাবেনই না, উল্টো সময় নষ্ট হবে।

রচনামূলক প্রশ্নে বাক্যগঠন হবে ছোটো ছোটো। ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলো পরিহার করে চলবেন। ছোটো ছোটো বাক্য দিয়ে লিখলে পরীক্ষক খুশি হন।

হাতের লেখা যেন পড়তে পারেন পরীক্ষক সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। কাটাকুটি একেবারেই করবেন না। আর যথেষ্ট মার্জিন রেখে লিখবেন। রচনামূলক প্রশ্নে প্রয়োজনে হেডিং এবং সাব হেডিং দিতে পারেন। যেসব পয়েন্ট আলোচনা করতে বলা হবে সেগুলো নিয়েই আলোচনা করবেন। তবে পয়েন্টগুলো যেন বড়ো না হয়। লম্বা লেখা বিরক্তির উদ্রেক করে। মনে রাখবেন, একজন শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শত শত খাতা দেখতে হয়। কাজেই আপনার খাতার প্রতিটি লাইন তাদের পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পয়েন্টগুলো আপনার উত্তরপত্রে লেখা হয়েছে কিনা লক্ষ রাখবেন।

একজন পরীক্ষক আপনার উত্তরপত্র থেকে যা জানতে চান তা হলো ঃ

১। আপনি আপনার চিন্তা-চেতনাগুলো ঠিকঠাক ব্যক্ত করতে পেরেছেন কিনা।

২। যে বিষয়টি সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে সে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার ধারণা কতটুকু স্বচ্ছ।

৩। আপনার নিজস্ব চিন্তাধারা দিয়ে পয়েন্টগুলো ব্যাখ্যা করতে পারছেন কিনা।

প্রশ্নের উত্তর লেখার আগে ভাবুন প্রশ্ন কী দাবি করছে। বাসা থেকে যা মুখস্থ করে গেছেন হুবহু যে তাই লিখে দিয়ে আসতে হবে এমন কথা নেই।

www.purepdfbook.com

৪। আপনার উত্তরপত্রের প্রথম প্রশ্নের কয়েক লাইন পড়েই তিনি আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে চান। আর সে ধারণাটা যদি ইতিবাচক হয়, তা হলে বেঁচে গেলেন। আর নেতিবাচক হলে ডুবলেন।

অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন

বেশিরভাগ পরীক্ষায় এখন অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন আসে। বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলোতে। এ ধরনের পরীক্ষায় টিকতে হলে দেশ-বিদেশের সর্বশেষ খবরাখবর সম্পর্কে জ্ঞান রাখা অবশ্যকর্তব্য। এজন্যে পত্র-পত্রিকা পড়তে হবে। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডায় বসেও এ নিয়ে আলোচনা করা যায়। যেমন- অর্থনীতির বিষয়ে জানতে হলে লেটেস্ট ডাটা সংগ্রহ করতে হবে।

ভূগোলের প্রশ্নে অবশ্যই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কথা ঠোঁটস্থ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান এবং অঙ্কের বেলায় প্রিন্সিপল থিওরিজ এবং ওগুলোর অ্যাপ্লিকেশন জানতে হবে।

আজকাল অবজেকটিভ টাইপ টেকনিক একদিক থেকে সহজ, আরেকদিক থেকে যথেষ্ট কঠিন।

তবে যারা প্রচুর বাইরের পড়াশোনা করে তাদের জন্যে অবজেকটিভ টাইপ কঠিন নয়। আর যারা শুধু বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে তাদের কাছে অবজেকটিভ টাইপ কঠিন তো মনে হবেই। তবে অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্নের সাফল্য নিহিত রয়েছে সাধারণ জ্ঞানের বইপুস্তক বেশি পড়ার ওপর। বিভিন্ন রকম অবজেকটিভ টাইপ প্রশ্ন আসে। এগুলো ভালোভাবে পড়ুন। মনে রাখবেন সাধারণ জ্ঞানের ওপর যার পড়াশোনা বেশি সেই এ পরীক্ষায় বেশি ভালো করবে।

দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা সবসময় হাতের কাছে রাখলে বিশ্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

www.purepdfbook.com

কীভাবে রচনামূলক প্রশ্নের জবাব লিখবেন

রচনামূলক প্রশ্নে নম্বর বেশি থাকে। তবে রচনামূলক প্রশ্নে নম্বর তোলাও বেশ কষ্টসাধ্য। রচনামূলক প্রশ্ন অনেক সময় দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। যেমন ইতিহাস থেকে একটা প্রশ্ন করা যাক ঃ

প্রশ্ন ঃ আর্যদের ধর্মগ্রন্থ কী কী ? তাদের জীবনযাত্রা এবং সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী ?

এখানে লক্ষণীয় যে প্রশ্নটির দুটি অংশ। প্রথম অংশের জন্যে ৫ নম্বর, দ্বিতীয় অংশের জন্যে ১০ নম্বর। এ প্রশ্নের উত্তর আপনি লিখবেন প্যারাগ্রাফ ফর্মে। তবে আপনার উত্তর দীর্ঘায়িত হলে চলবে না। ভাষা হতে হবে সাবলীল। আর ইতিহাসের প্রশ্নে যে জিনিসটির উল্লেখ থাকা দরকার তা হলো ফ্যাক্টস বা তথ্য উপাত্ত। নির্ভুল তথ্য-উপাত্ত দিতে পারলে ভালো নম্বর পাবেন।

ইতিহাসের প্রশ্নে উত্তর সিস্টেমেটিক হতে হবে। রেফারেন্স থেকে লিখলে তার উদ্ধৃতি দিতে পারেন। শিক্ষক আপনার ভাষা, বক্তব্য, জ্ঞানের পরিধি ইত্যাদি দেখে সন্তুষ্ট হলে আশি ভাগ নম্বর পাবেন।

ওপরের প্রশ্নের উত্তর একেকজন একেক রকম লিখবে। কারো বক্তব্য হয়তো প্রাসঙ্গিক হবে কিন্তু বিষয়ের গভীরে যাবে না। এ ধরনের ছাত্রের নিজকে প্রকাশ করার ভঙ্গি সুন্দর হলেও তথ্য-উপাত্ত ঠিকমতো সরবরাহ না করার কারণে সে তেমন নম্বর পাবে না। শিক্ষক তাকে বড়োজোর ১০০ এর মধ্যে ৫০ দেবেন।

অনেক সময় ইতিহাসের প্রশ্নে পরীক্ষার্থীর নিজস্ব মতামত চাওয়া হয়। যেমন, একটা প্রশ্ন এলো--তোমার দৃষ্টিতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে এবং কেন ? আপনি জানেন বাবর হলেন মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এ প্রশ্নের উত্তরটা এভাবে লেখা যেতে পারেঃ

যদিও আমরা বলতে পারি বাবরই মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তবে তিনি এ বংশকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ তিনি পাননি। আর তার পুত্র হুমায়ূনকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিলো। আকবরই হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তিনি অন্ধগোঁড়ামির নীতি বাদ দিয়ে নতুনভাবে দেশ শাসন শুরু করেন। রাজপুতদের কাছে সাহায্য

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর হতে হবে নির্দিষ্ট। বেশি লিখতে গিয়ে আসল পয়েন্ট থেকে যেন বিচ্যুত না হয়ে যান।

www.purepdfbook.com

প্রার্থনা করেছিলেন আকবর। পেয়েও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান শাসক। তার রাজস্ব সংস্কার, সামরিক সংস্কারসহ অন্যান্য নীতি সংঘবদ্ধ করে তোলে মুঘল সাম্রাজ্যকে, সেইসাথে রাজপুতদের নিয়ে বেশিরভাগ শত্রুও নিধন করেছিলেন তিনি। রাজপুতরা ছিল তার সাম্রাজ্যের স্তম্ভ। এসব দিক আলোচনা করলে আকবরকেই বলা যায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

এটি একটি চমৎকার উত্তর। যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে এর মধ্যে। এ উত্তর লিখে আপনি শতকরা ৬০ ভাগ নম্বর আশা করতে পারেন।

এবার লক্ষ করুন একই প্রশ্নের উত্তরে আরেকজন কী লিখেছে ঃ

মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাবর। হুমায়ূন বা আকবরকে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠাতা বলা যাবে না। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তাকেই বলে যে এটা প্রতিষ্ঠা করে। সে হিসেবে আকবরই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। হুমায়ূন দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। আকবরের আগমন ঘটে দেরিতে। আকবর হলেন তৃতীয় মুঘল সম্রাট। আর এখানে বাকি দু'জন সম্রাটকে একপাশে ঠেলে রেখে আকবরকে কিছুতেই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলতে পারি না। আর আকবরকে কেনই বা প্রতিষ্ঠাতা বলতে হবে তাও বুঝতে পারি না। বাবরই এই সম্মান পাবার যোগ্য।

এটি একটি অদ্ভুত যুক্তি। প্রশ্নের উত্তরে কিছু কিছু জায়গা ছাত্রটি ঠিক লিখেছে, তবে প্রশ্নের যথার্থটাই সে বুঝতে পারেনি। তার উত্তর পড়ে মনে হবে নিজের অভিমত প্রকাশের ব্যাপারে সে অত্যন্ত একগুঁয়ে। সে নিজের অভিমত চাপিয়ে দিতে চাইছে কোনোরকম ব্যাখ্যা না করেই। কাজেই এই ছাত্র ২৫-এর বেশি মার্ক পাবে না কিছুতেই।

রচনামূলক প্রশ্নে উপস্থাপনাটাই আসল। এবং সুন্দর উপস্থাপনার সাথে তথ্য-উপাত্তের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। ইতিহাস গায়ের জোর খাটিয়ে লেখার জিনিস না। নিজস্ব মতামত চাইলে ইতিহাসের ফ্যাক্টসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে হবে। তবেই সন্তুষ্ট করা যাবে পরীক্ষককে। আর শুধু ইতিহাসের ক্ষেত্রে উদাহরণ টানা হলেও রচনামূলক সব ধরনের প্রশ্নেই লেখার ভঙ্গিটা হতে হবে এরকম।

প্রশ্নের উত্তরে নিজের মত চাওয়া হলে ভেবে-চিন্তে লিখবেন। যুক্তিগ্রাহ্য এবং তথ্য-উপাত্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আপনার মত দেবেন।

www.purepdfbook.com

সমস্যা যখন ইংরেজি আর অঙ্ক নিয়ে

বেশিরভাগ সাধারণ ছাত্রছাত্রীর ভয় ইংরেজি আর অঙ্ক নিয়ে। ভয় পায় বলে এ দুটো বিষয়কে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। এর ফল মোটেই শুভ হয় না। ইংরেজি আর অঙ্কে সারা জীবন কাঁচাই থেকে যায়। ব্যক্তিগত উদাহরণ টেনে বলতে পারি, অঙ্ককে সব সময়ই ভয় পেয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছি। ফলে অঙ্কে এতই কাঁচা রয়ে গেছি যে ক্লাস থ্রী'র অঙ্কও পারি না। এস.এস.সি পাস করেছি অঙ্কে পাস নম্বর পেয়ে। পরীক্ষার পরে তিনটা মাস আতঙ্কে থেকেছি অঙ্কে পাস করবো না ভেবে।

আমার মতো আতঙ্কে ভোগে অনেকেই। কেউ অঙ্ক নিয়ে, কারো সমস্যা ইংরেজি। এ সমস্যার সমাধান একমাত্র সম্ভব ইংরেজি এবং অঙ্ক বিষয়ক ভীতি মন থেকে দূর করা।

ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়। তবে আজকের পৃথিবীতে ইংরেজি ছাড়া এক পা-ও চলা মুশকিল। ইংরেজি সাহিত্য এত বিশাল যে কারো পক্ষে পূর্ণাঙ্গ একটি বইও আত্মস্থ করা কঠিন। ইংরেজি পরীক্ষায় যে কত কী থাকে-- রচনামূলক প্রশ্ন, প্যারাগ্রাফ রাইটিং, গ্রামার, টেক্সটের প্রশ্ন, সারমর্ম-লিখন, পত্রলিখন আরো অনেককিছু! এছাড়াও ইংরেজি সাহিত্যে রয়েছে কবিতা, গল্প, উপন্যাস। এই বিশাল ব্যাপ্তি এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে ইংরেজি সমস্যার সমাধানে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। সেগুলোই এখানে আলোচনা করা হলো ঃ

১। ইংরেজি শুদ্ধভাবে লিখতে গ্রামারের বিকল্প নেই। গ্রামারটা আগে ভালো বুঝতে হবে। তবেই না শুদ্ধভাবে লেখার প্রশ্ন। গ্রামারটা করায়ত্তে আসলে যে-কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাতেও টেকা যায়। কাজেই গ্রামার শিখতে হবে আগে।

২। ইংরেজি পরীক্ষায় 'Textual Questions' আসে মূলত পাঠ্যবই থেকে। এসব প্রশ্ন করা হয় ছাত্রের 'Expressional capacity' নির্ণয় করার জন্যে। কাজেই টেক্সট-এর প্রশ্নগুলো ঠিকঠাক লিখতে হবে।

www.purepdfbook.com

এক্ষেত্রে পাঞ্জেরী'র মতো বাজারের ভালো গাইড বইয়ের সাহায্য নেওয়া চলবে।

৩। পরীক্ষায় ইংরেজিতে সারমর্ম লিখতে বলা হয়। ভালো সারমর্ম লিখতে হলে সেরকম দক্ষতা থাকা চাই। আর এক্ষেত্রে সারমর্ম লেখার ওপর যেসব বই পাওয়া যায় বাজারে, সেগুলো যোগাড় করে সারমর্ম লেখার প্র্যাকটিস করতে হবে।

৪। প্যারাগ্রাফ আসলে রচনামূলক প্রশ্নের ক্ষুদ্র সংস্করণ। আর প্যারাগ্রাফ লিখনের সমস্যার সমাধানও বাড়িতে বসেও এ সংক্রান্ত বই নিয়ে নিয়মিত প্র্যাকটিসের মাঝে।

৫। ইংরেজি প্রশ্নে চিঠিপত্রও লিখতে বলা হয়। চিঠি লেখার ওপর বাজারে প্রচুর বই আছে। কিনে নিন। তারপর চিঠি লেখা প্র্যাকটিস করুন।

৬। রচনায় সবচেয়ে বেশি নম্বর বরাদ্দ থাকে। রচনা লিখতে হলে বিষয়টি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। আর রচনার ভাষা হওয়া উচিত ঝরঝরে, নির্মেদ। রচনা লেখার ওপর ভালো বই পাওয়া যায় বাজারে। ওগুলো আপনার উদ্দেশ্যপূরণে সহায়ক হতে পারে। তবে পরীক্ষায় সাধারণত আধুনিক বিষয় নিয়ে রচনা লিখতে বলা হয়। কাজেই দেশে-বিদেশে কোথায়, কখন কী ঘটছে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

ইংরেজি শিখতে হলে ইংরেজি প্রচুর পড়তে হবে। আর ইংরেজি শব্দের ভাণ্ডার কম হলে ডিকশনারি দেখুন। প্রতিদিনই ডিকশনারি থেকে ৪/৫টা শব্দ বেছে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলুন। একই সাথে ইংরেজিতে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলুন। ভুল-ভাল হলে লজ্জার কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প বলি, শুনুন।

আমাদের সঙ্গে আবদুর রউফ নামে একটি ছেলে পড়তো। আমরা যখন অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি, হঠাৎ লক্ষ করলাম সে সবার সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে শুরু করেছে। ভুল ইংরেজিতে কথা বলার জন্যে আমরা তাকে নিয়ে প্রচুর হাসি-ঠাট্টা করেছি। কিন্তু সে

কেউ কেউ ইংরেজি আর অঙ্ক নিয়ে সারা বছর আতঙ্কে থাকে। তারা জানে না যে প্র্যাকটিস করলে বিষয়দুটো সহজেই আয়ত্তে নিয়ে আসা যায়।

www.purepdfbook.com

কারো অপমান বা বিদ্রূপ গায়ে মাখেনি। ইংরেজিতেই কথা চালিয়ে গেলো রউফ। শেষে ব্যাপারটা গা-সহা হয়ে গেলো। আমরাও পরে এ নিয়ে ওকে কিছু বলতাম না। ইংরেজিতেই ওর সঙ্গে কথা বলতাম।

ইংরেজি বলতে বলতে একসময় দারুণ দক্ষ হয়ে উঠল রউফ। শিক্ষকরা ক্লাসে ইংরেজিতে লেকচার দিতেন। রউফের চেয়ে সে লেকচার কেউ ভালো বুঝতো না। আর ক্লাসনোটও নিতো সে অসম্ভব দ্রুতগতিতে। তথাকথিত হাইফাই ছেলেমেয়েরা, যারা মফস্বল থেকে আসা রউফকে পাত্তা দিতো না, তারাও তার কাছে ধর্না দিতে লাগলো নোটের জন্যে। আর রউফ সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়ে অনার্সে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়ে বসলো। (সেবার কেউ ফার্স্ট ক্লাস পায়নি।)

রউফ বলতো সে নাকি স্বপ্নও দেখে ইংরেজিতে। আমরাও আপনাদেরকে ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতে বলছি। যদি সত্যি ইংরেজিতে ভালো করতে চান, রউফের মতো হতে হবে আপনাকে। লাজ-লজ্জা, মান-অপমান কিছু গায়ে মাখবেন না। ইংরেজিতে কথা বলতে থাকুন। প্রথম প্রথম ভুল হবে। ধীরে ধীরে কমে আসবে ভুলের মাত্রা।

এবার অঙ্ক নিয়ে দু'একটা কথা বলি। যে অঙ্ক পারে তার কাছে বিষয়টা পানির মতো সহজ। যে পারে না সে অঙ্ক নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে। অঙ্কের ভিত হলো আসল কথা। যার ভিত কাঁচা, যতই চেষ্টা করুক, অঙ্কে ভালো করতে পারবে না সে। আর অঙ্ক বলতে আমরা বোঝাব পাটিগণিত এবং জ্যামিতিকে। এগুলো ভালোভাবে রপ্ত করা গেলে আর অঙ্ক নিয়ে সমস্যা থাকবে না।

পাটিগণিতে আপনাকে ঐকিক নিয়ম, শতকরা, অনুপাত, মেট্রিক প্রণালি এবং বর্গমূলের নিয়ম ভালোভাবে শিখতে হবে। এগুলো এমনভাবে আত্মস্থ করতে হবে যাতে কোনোদিন ভুলে না যান। বীজগণিতে Evaluation, Identity এবং Substitution-ই প্রধান। আর জ্যামিতিতে অঙ্কন। কাজেই এই কয়েকটা অধ্যায় খুব ভালোভাবে রপ্ত করে নিতে পারলে পরবর্তী সময়ে আর সমস্যায় পড়তে হবে না।

www.purepdfbook.com

মৌখিক পরীক্ষা কীভাবে দেবেন

লিখিত পরীক্ষার চেয়ে কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় মৌখিক পরীক্ষা। বরং কিছু ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। বি.সি.এস-এ মৌখিক পরীক্ষাই প্রধান। লিখিত পরীক্ষায় আপনি যতই ভালো করুন, মৌখিক পরীক্ষার বৈতরণী পার হতে না পারলে কূলে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা হবে। মৌখিক পরীক্ষায় সাধারণ জ্ঞান থেকে শুরু করে পাঠ্যবিষয়সহ আরো অনেক বিষয়েই প্রশ্ন করা হয়। যেসব পরীক্ষার্থী মৌখিক পরীক্ষায় ভাইভা বোর্ডকে সন্তুষ্ট করতে পারে পরীক্ষায় পাস নিয়ে তাকে আর দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

মৌখিক পরীক্ষায় যারা পরীক্ষা নেন তারা প্রত্যেকেই পণ্ডিত ব্যক্তি। কাজেই তাঁদের মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে সেরকম ব্যক্তিত্ব নিয়ে। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কয়েকটি সহজ রাস্তা হলো ঃ

১। আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভাইভা বোর্ডে ঢুকবেন। ভদ্রবেশে, নম্রভাবে প্রবেশ করবেন। যেন আপনার আচরণ দেখে মনে হয় আপনি একজন ভদ্রলোক। নাম ঘোষণামাত্র হুড়মুড়িয়ে ঢুকলে সেরকম ধারণা আপনার প্রতি নাও হতে পারে।

২। কোলের ওপর হাত জড়ো করে বসবেন। শিরদাঁড়া থাকবে টানটান। হাতে কোনো বই বা ব্যাগ থাকলে এবং তা সামনের টেবিলে রাখার প্রয়োজন হলে শিক্ষকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবেন। আর শিক্ষক বসতে না বলা পর্যন্ত বসবেন না। বসার সময় 'ধন্যবাদ, স্যার' বলবেন।

৩। প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করলে মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। তারপর উত্তর দেবেন।

৪। আপনার উত্তর যেন হয় 'টু দি পয়েন্টে' এবং আপনি যা জানেন সেই তথ্য অনুসারে।

৫। প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে যুক্তি থাকতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে যারা থাকবেন আপনার প্রতি তাদের সহানুভূতি তৈরি হতে হবে। আপনার ভদ্রতা, বিনয় ইত্যাদি তারা লক্ষ করবেন।

www.purepdfbook.com

৬। প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় মুখ হাঁড়ি করে রাখবেন না বা চেহারা করুণ করে রাখবেন না। হাসি হাসি মুখে উত্তর দেবেন। আপনার হাসিমুখ দেখলে পরীক্ষক বুঝবেন আপনার আত্মবিশ্বাসের কমতি নেই।

৭। বিড়বিড় করবেন না। কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে বলে দেবেন, 'দুঃখিত, স্যার! এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।'

৮। অনেক পড়াশোনা করেছেন বলে আত্মগর্বে বলীয়ান হবেন না। আপনাকে অহঙ্কারী হতে দেখলে পরীক্ষক অসন্তুষ্ট হবেন। আপনার অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্যে তিনি তখন এমন কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুরু করতে পারেন যে আপনার অবস্থা হতে পারে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'র মতো।

৯। খুব উঁচু স্বরে বা নিচু গলায় উত্তর দেবেন না। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখবেন।

১০। যে প্রশ্ন করা হবে ঠিক সে প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে ছক্কা পেটাতে গিয়ে আউট হবেন না।

১১। ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হলেও বাইরে তা বুঝতে দেবেন না। মনে রাখবেন আপনি ভাইভা পরীক্ষা দিতে গেছেন, আপনাকে জেলে ঢোকানো হয়নি পেটানোর জন্যে।

১২। পরীক্ষা শেষ হলে সপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়িয়ে, পরীক্ষকদের সালাম দিয়ে বিনয়ী ভঙ্গিতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন।

এই গাইডলাইন অনুসরণ করুন। অবশ্যই ভাইভা নামের অগ্নিপরীক্ষার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে পারবেন।

প্রশ্নকর্তা যা জানতে চাচ্ছেন আপনি শুধু তারই উত্তর দেবেন। আপনি অনেক জানেন এটা বোঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই।

www.purepdfbook.com

দু'টি কল্পিত মৌখিক পরীক্ষা

ইতিবাচক সাক্ষাৎকার

মিঃ রায়হান শরীফ। বুদ্ধিমান এক যুবক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম.এ পরীক্ষা দিয়েছে। সে মৌখিক পরীক্ষা দিতে এসেছে আধুনিক পশ্চিমা পোশাক পরে। তার জুতো পলিশ করা, গলায় রঙিন টাই। চেয়ারম্যান রায়হান শরীফের সাক্ষাৎকার নিলেন।

রায়হান শরীফ ঘরে ঢুকে চেয়ারম্যানসহ অন্য শিক্ষকদেরকে সালাম দিলো বিনীত ভঙ্গিতে।

রায়হান শরীফ ঃ গুড মর্নিং, স্যার।

চেয়ারম্যান ঃ গুড মর্নিং, মিঃ শরীফ। ওই চেয়ারটায় বসো।

[চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ দিয়ে খালি চেয়ারে বসে পড়লো রায়হান শরীফ।]

চেয়ারম্যান ঃ মিঃ শরীফ! রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবার তুমি এম.এ পাস করেছো। এ ব্যাপারে তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে পারি ?

শরীফ ঃ অবশ্যই, স্যার।

[এবার চেয়ারম্যান ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি সঙ্কট সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেন রায়হান শরীফকে। শরীফ চটপট উত্তর দিয়ে যায়। তার উত্তর সন্তুষ্ট করে চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য পরীক্ষকদের। এবার দেশীয় রাজনীতি নিয়ে চেয়ারম্যান কয়েকটি প্রশ্ন করেন শরীফকে। জানতে চান শরীফ কোনো দল করে কিনা। শরীফ সবিনয়ে জানায় সে কোনো দল করে না। তবে দেশীয় রাজনীতির ব্যাপারে সে যথেষ্ট সচেতন। চেয়ারম্যান খুশি হন তার উত্তর শুনে। শরীফের সপ্রতিভতা এবং সততা তাকে মুগ্ধ করে বেশি। তিনি শরীফকে শতকরা ৫০ ভাগ নম্বর দিয়ে দেন।]

ভাইভায় উত্তর দিতে হবে প্রশ্নের ধরন বুঝে। স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রশ্ন করলে তার উত্তর দেবেন কৌশলে।

www.purepdfbook.com

নেতিবাচক সাক্ষাৎকার

এবারে আরেকটি কাল্পনিক সাক্ষাৎকারের কথা তুলে ধরা হচ্ছে। এবারের প্রার্থী মিঃ মুস্তাফিজুর রহমান। সে ইংরেজিতে এম.এ পরীক্ষা দিয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা দিতে এলো সে হিপ্পিদের মতো পোশাক পরে। মুখে সিগারেট। নাম না ডাকা পর্যন্ত ওয়েটিংরুমে সে সিগারেট ফুঁকে চললো। আর নাম ডাকা মাত্র হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়লো ভাইভা রুমে। তারপর দড়াম করে বসে পড়লো খালি চেয়ারে। তার ভেতরে ঢোকার ভঙ্গিটি মোটেই পছন্দ হলো না চেয়ারম্যানের। তবে চেহারায় সেটা ফুটতে দিলেন না তিনি।

চেয়ারম্যান ঃ মি মুস্তাফিজুর রহমান!

মুস্তাফিজ ঃ জ্বী, স্যার।

চেয়ারম্যান ঃ বলতো মিলটনের কোন বইটি মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়েছে ?

মুস্তাফিজ ঃ প্যারাডাইজ লস্ট, স্যার।

চেয়ারম্যান ঃ প্যারাডাইজ রিগেইন্‌ড নয় কেন ?

মুস্তাফিজ (মাথা চুলকে) ঃ ঠিক বলতে পারবো না, স্যার।

চেয়ারম্যান ঃ শেক্সপীয়রের চারটি ট্রাজেডি নাটকের নাম বলতে পারবে ?

মুস্তাফিজ ঃ জ্বী, স্যার। টেম্পেস্ট, ম্যাকবেথ, ওথেলো এবং কিং লিয়ার।

চেয়ারম্যান ঃ পড়েছো একটাও ?

মুস্তাফিজ ঃ না, স্যার।

[প্রথম থেকেই চেয়ারম্যানের সদয়দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছে

ভাইভা বোর্ডে ঢুকে পরীক্ষকগণ পছন্দ করবেন না এমন কোনো আচরণই করা যাবে না। কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে তার উত্তর দিতে যাবেন না। 'মনে হয়', 'সম্ভবত', 'হতে পারে'এই শব্দগুলো এড়িয়ে চলবেন।

www.purepdfbook.com

মুস্তাফিজ। তা ছাড়া প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তরও দিতে পারেনি। সে বিরক্তিকর চরিত্রের মানুষ বোঝাই যাচ্ছে।]

চেয়ারম্যান ঃ কোন কবি তোমার সবচেয়ে প্রিয় ?

মুস্তাফিজ ঃ টি.এস. এলিয়ট, স্যার।

চেয়ারম্যান ঃ এলিয়টের কোন বইটা তোমার সবচেয়ে পছন্দ ?

মুস্তাফিজ ঃ ওয়েস্টল্যান্ড, স্যার।

চেয়ারম্যান ঃ বইটার থিম কি তোমার মনে আছে ?

মুস্তাফিজ ঃ বইটা খুব ভালো, স্যার। তবে দুঃখের বিষয় এটার কথা কিছুই মনে নেই আমার।

চেয়ারম্যান ঃ টি.এস. এলিয়টের অন্য কোনো বইয়ের কথা বলো।

মুস্তাফিজ ঃ মনে পড়ছে না, স্যার।

জনৈক পরীক্ষক ঃ তোমার কী হয়েছে, মুস্তাফিজুর রহমান ? একটা প্রশ্নের উত্তরও ঠিকমতো দিতে পারছো না।

মুস্তাফিজ ঃ আমার শরীরটা আজ বিশেষ ভালো ঠেকছে না, স্যার।

জনৈক পরীক্ষক ঃ বলোতো এই কবিতাটি কে লিখেছেন ?

An impulse from the vernal wood,

May teach you more of man

Of moral evil and of good;

Than all the sages can.

মুস্তাফিজ (মাথা চুলকে) ... কিট্‌স।

জনৈক পরীক্ষক ঃ কার কবিতা ?

www.purepdfbook.com

মুস্তাফিজ ঃ মনে হয় হাইপেরিয়ন।

চেয়ারম্যান ঃ হাইপেরিয়নের থিম কী ? এটা কি ওয়ার্ডসওয়ার্থের নয় ?

মুস্তাফিজ ঃ দুঃখিত, স্যার। হতেও পারে।

চেয়ারম্যান ঃ ঠিক আছে, মুস্তাফিজুর রহমান। তুমি এবার যেতে পারো।

(মুস্তাফিজ ওঠে দাঁড়ায়। এবং কাউকে সালাম না দিয়ে, দরোজা খোলা রেখেই চলে যায়। বোঝাই যায় ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কোনো প্রশ্নের উত্তরই সে ঠিকমতো দিতে পারেনি। উপরন্তু তার আচার-আচরণও ভালো লাগেনি ভাইভা বোর্ডের কাছে। কাজেই মৌখিক পরীক্ষায় টেনেটুনেও পাস নম্বর পায়নি মুস্তাফিজুর রহমান।)

www.purepdfbook.com

উপসংহার

শুরুতে আমরা বলেছিলাম পরীক্ষা একটি ভয়ের বিষয়। পরীক্ষার কথা শুনলে অনেকের মুখে রক্ত জমে যায়, শুরু হয় বুক ধড়ফড়। কিন্তু উপসংহারে এসে আমরা নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, যারা এই বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন এবং বইয়ের নির্দেশগুলো মেনে চলেছেন বা চলবেন অক্ষরে অক্ষরে, তাদের কাছে পরীক্ষা আর ভয়ের বিষয় থাকবে না। ভালো ছাত্ররা পরীক্ষাকে যেভাবে উপভোগ করে, তাদের কাছেও তেমনি উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের যেসব সমস্যায় ভুগতে হয় সেসব নিয়ে শুরুতেই আলোকপাত করা হয়েছে। এসব সমস্যার কোনো না কোনোটির ভুক্তভোগী আপনি। তবে সেইসাথে সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যাপারেও পরিষ্কার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা। শুধু তাই নয়, কীভাবে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে হবে সে ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ পেয়েছেন পাঠক। আমরা ভাগ করে দিয়েছি নিত্যদিনের পড়ার রুটিনও, বলেছি পড়া ভুলে গেলে তার জন্যে কী করতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার কীভাবে করবেন সে ব্যাপারেও পরিষ্কার নির্দেশনা পেয়েছেন আপনারা। নোট তৈরি করা, ক্লাসনোট, ভাইভা পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি বিষয়ই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এমনকি পরীক্ষায় ভালো করতে হলে আগে যে স্বাস্থ্যটাকে ভালো রাখতে হবে সে বিষয়েও আমরা সমান গুরুত্ব দিয়েছি। মোটকথা, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার জন্যে যা যা দরকার হতে পারে তার কোনোকিছুই এড়িয়ে যাইনি আমরা। তবে এ বই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নয় যে পড়ে ফেললেন আর সবকিছু হাতেব মুঠোয় চলে এলো। আসলে পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো করতে হলে প্রচুর খাটতে হবে আপনাকে। আর যেহেতু এ বইয়ে কীভাবে খাটলে রেজাল্ট ভালো করা যাবে সে বিষয়ে পরিষ্কার দিকনির্দেশনা রয়েছে, কাজেই বইটি থেকে যা শিখলেন তা কাজে লাগান। অবশ্যই আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারবেন। আপনাদের জন্যে শুভ কামনা রইলো।

www.purepdfbook.com

পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল

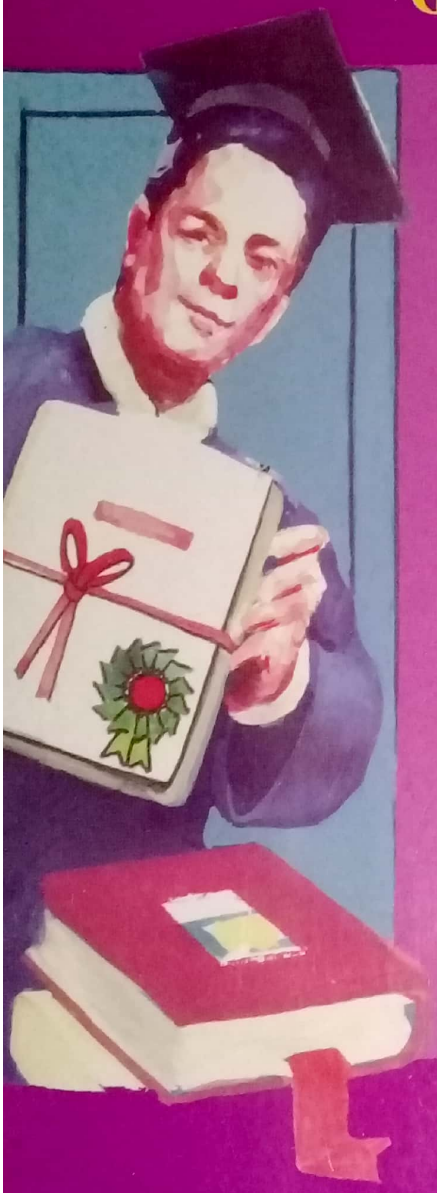

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর মনের ভেতর লালিত হয় এক সুন্দর স্বপ্ন — পরীক্ষায় ভালো ফলাফল। কারো কারো জীবনে এই স্বপ্ন ধরা দেয় সত্যি হয়ে, কারো কারো চোখ ভাসে জলে। অনেকে দিনরাত পরিশ্রম করেও ভালো ফলাফল লাভে ব্যর্থ হয়, আবার অনেকে অল্প পড়েই পেয়ে যায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য। কিন্তু কীভাবে? এই বই আপনাকে সেই পথই দেখাবে। পরীক্ষা সম্পর্কে সব ভীতি দূর করে আপনাকে করে তুলবে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী।

www.purepdfbook.com

পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি.

9789846340198